بوسترات إسلامية توضح وسطية الإسلام باللغة البنغالية

(عدد البوستر: 26)

إعداد الداعية: عبد الله الهادي عبد الجليل

একগুচ্ছ ইসলামী পোস্টার

সুপ্রিয় ভাই ও বোনেরা, এখানে ইসলামের মধ্যপন্থা, সহজ-সরল নীতি, দয়া, মমতা, সহমর্মীতা, সহনশীলতা, ধৈর্য্য অবলম্বন, সন্ত্রাস, জুলুম-অত্যাচার ও কঠোরতা অবলম্বন থেকে দূরে থাকা, জিহাদের মমার্থ, ফিতনা-ফ্যাসাদ সম্পর্কে ইসলামের বার্তা পোস্টার আকারে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

আশা করি, এখান থেকে আমরা ইসলামের মধ্যপন্থা নীতির সাথে পরিচিত হতে পারব। আল্লাহ তায়ালা সকলকে তাওফীক দান করুন।

ছবি ও পোস্টার সংখ্যা: ২৬

পোস্টার প্রস্তুত ও গ্রন্থনায়: আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল

দাঈ, জুবাইল দাওয়াহ এন্ড গাইডেন্স সেন্টার, সউদী আরব

১) যুদ্ধ কামনা করা নিষেধ:

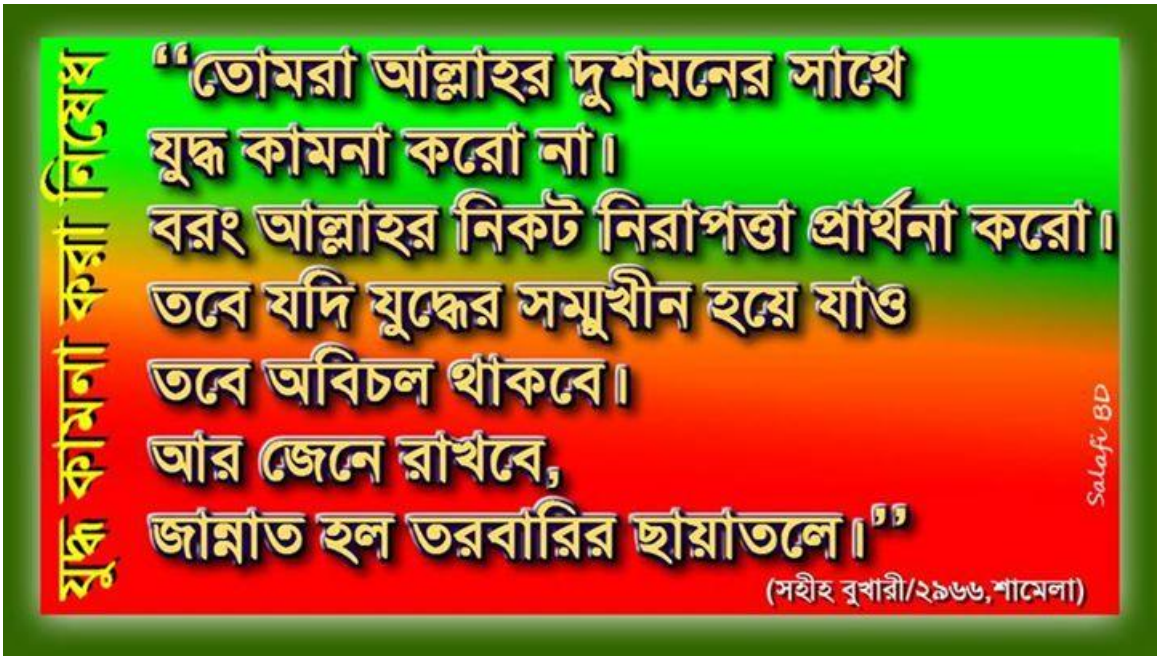

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يَاأَيُّهَا النَّاسُ، لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ العَدُوِّ، وَسَلُوا اللَّهَ العَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوفِ

"হে লোক সকল , তোমরা আল্লাহর দুশমনের সাথে যুদ্ধ কামনা করো না। বরং আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করো। তবে যদি যুদ্ধের সম্মুখীন হয়ে যাও তবে অবিচল থাকবে। আর জেনে রাখবে , জান্নাত হল তরবারির ছায়াতলে। " (সহীহ বুখারী/২৯৬৬, মাকতাবা শামেলা)

২) কিয়ামতের আগে হত্যাকাণ্ড ও ফিতনা-ফ্যাসাদ হবে:

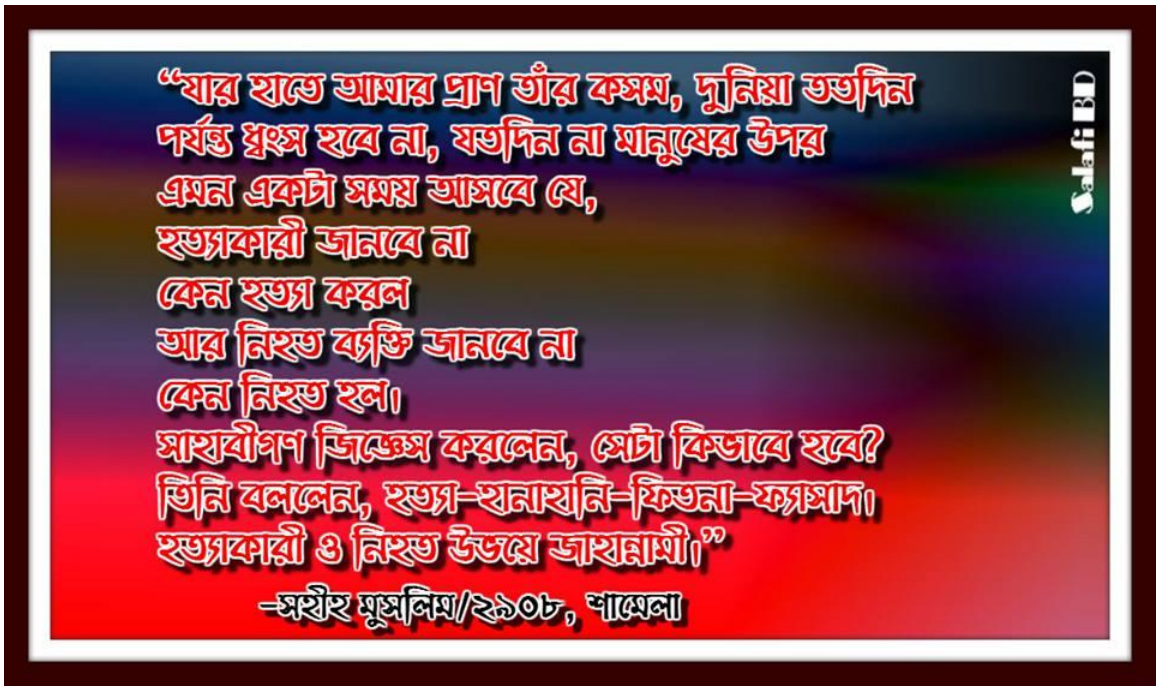

আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا، حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ يَوْمٌ لَا يَدْرِي الْقَاتِلُ فِيمَ قَتَلَ، وَلَا الْمَقْتُولُ فِيمَ قُتِلَ فَقِيلَ: كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «الْهَرْجُ، الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ

‘‘যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, দুনিয়া ততদিন পর্যন্ত ধ্বংস হবে না, যতদিন না মানুষের উপর এমন একটা সময় আসবে যে, হত্যাকারী জানবে না কেন হত্যা করল আর নিহত ব্যক্তি জানবে না কেন নিহত হল। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, সেটা কিভাবে হবে? তিনি বললেন, হত্যা- হানাহানি- ফিতনা- ফ্যাসাদ। হত্যাকারী ও নিহত উভয়ে জাহান্নামী।’’ (সহীহ মুসলিম/২৯০৮, মাকতাবা শামেলা)

৩) প্রতিপক্ষ যখন মুসলিম হয় তখন তার সাথে লড়াই করে মৃত্যু বরণ করলে হত্যাকারী ও নিহত উভয়ে জাহান্নামী:

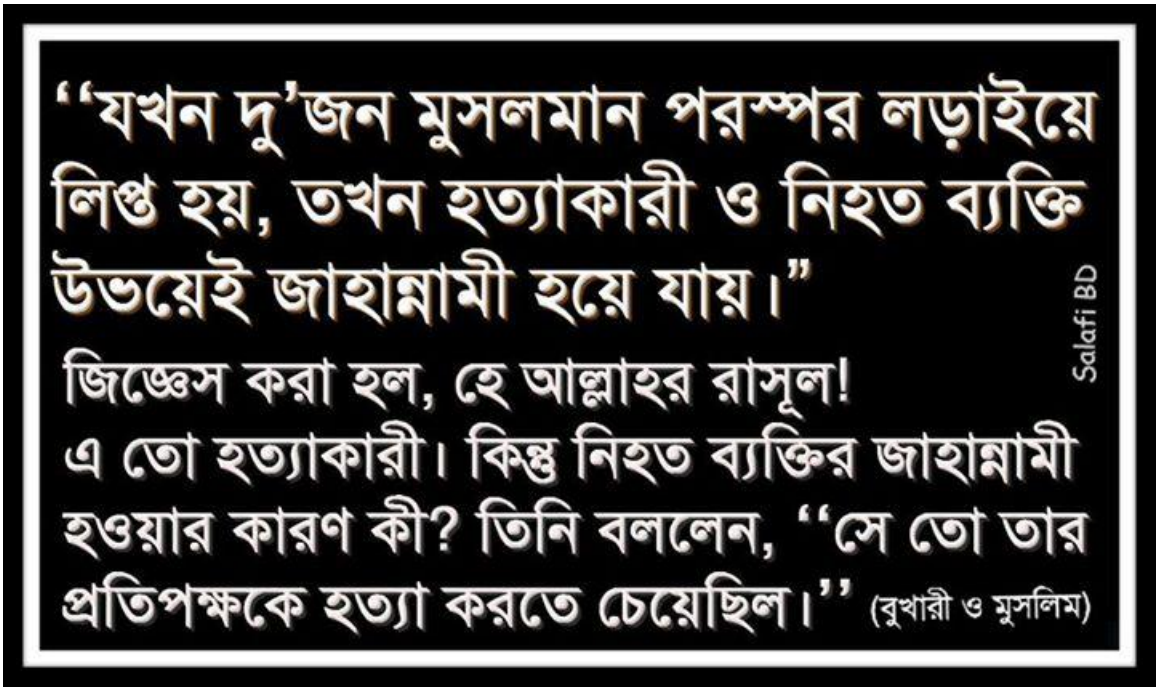

আবু বকরা রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ

''যখন দু'জন মুসলমান পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হয়, তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়েই জাহান্নামী হয়ে যায়।"
জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! এ তো হত্যাকারী। কিন্তু নিহত ব্যক্তির জাহান্নামী হওয়ার কারণ কী?

তিনি বললেন : ''সে তো তার প্রতিপক্ষকে হত্যা করতে চেয়েছিল। '' অর্থাৎ সেও চেষ্টা করেছিল তাকে হত্যা করতে। কিন্তু তাতে ব্যর্থ হয়েছে। সুতরাং যেহেতু তার হত্যার ইচ্ছাও ছিল আবার এ জন্য চেষ্টাও করেছিল তাই তারা উভয়ে সমান গুনাহের অধিকারী হবে।

(বুখারী/ 6875 ও মুসলিম/2888 মাকতাবা শামেলা)

৪) অন্যায়ভাবে কোন ঈমানদারকে হত্যা করার ভয়াবহতা:

বারা বিন আযিব রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مؤمنٍ بغيرِ حقٍّ

“একজন ঈমানদারকে অন্যায় ভাবে হত্যা করার চেয়ে আল্লাহর নিকট দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়া অধিক হালকা ব্যাপার।" (ইমাম মুনযেরী কর্তৃক সংকলিত আত তারগীব ওয়াত তারহীব- ২/২৭৫, সনদ হাসান)

৫) মুসলিমের রক্তপাতের ভয়াবহতা:

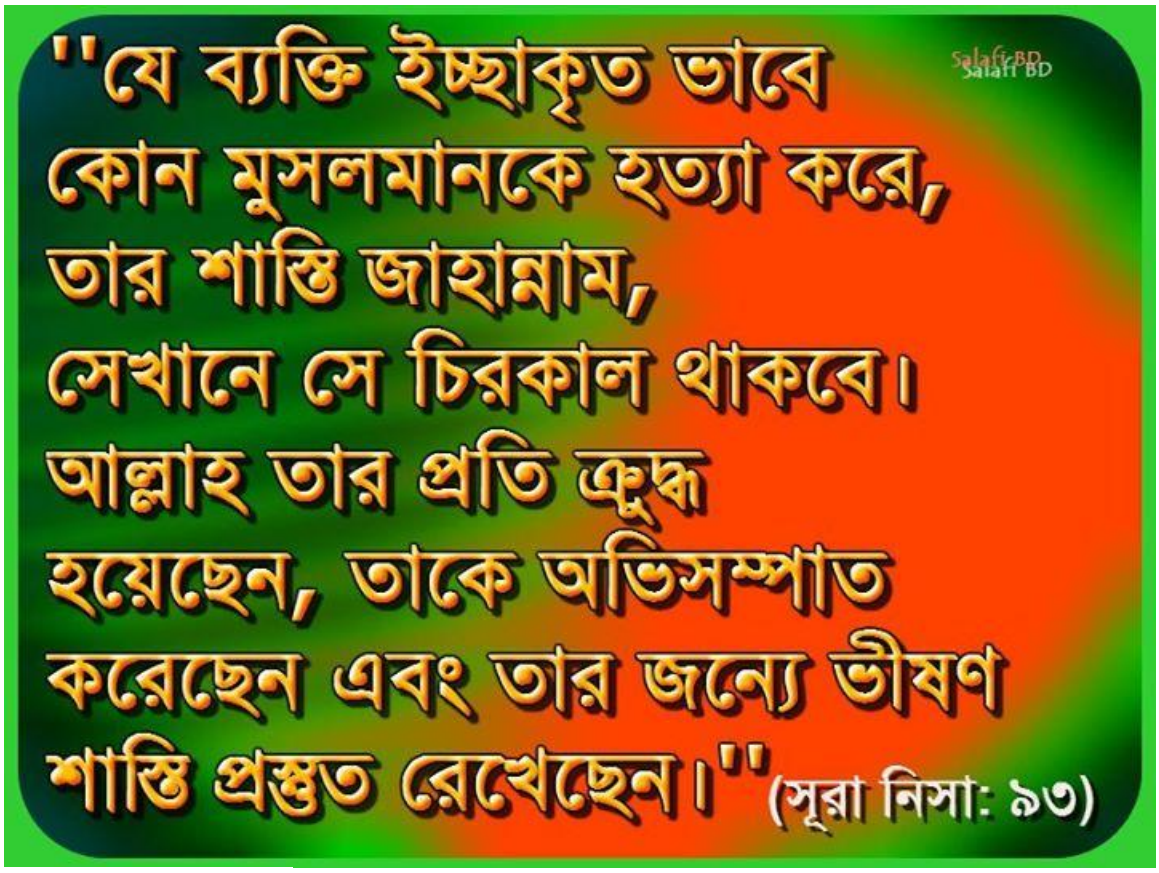

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

“যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে কোন মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, সেখানে সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্যে ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।”(সূরা নিসা: ৯৩)

৬) মুসলিম দেশে চুক্তিবদ্ধভাবে বসবাসকারী অমুসলিমকে হত্যা কারী জান্নাতে সুঘ্রাণও পাবে না (জান্নাতে প্রবেশ করা তো দূরের কথা)

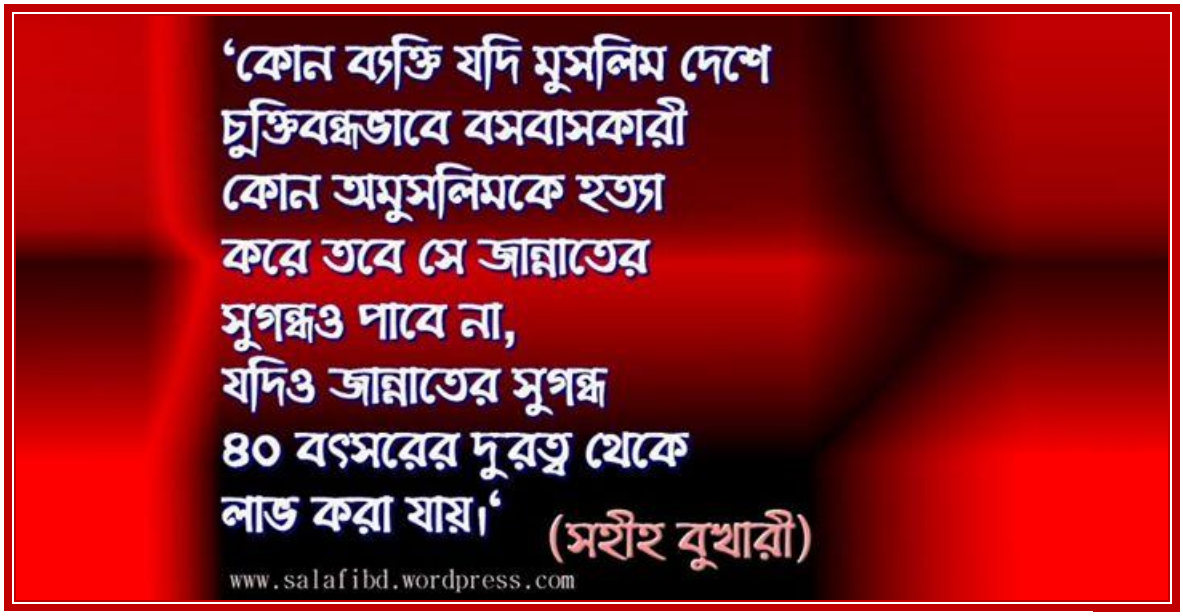

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. নবী সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة, وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما

"কোন ব্যক্তি যদি মুসলিম দেশে চুক্তিবদ্ধভাবে বসবাসকারী কোন অমুসলিমকে হত্যা করে তবে সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না, যদিও চল্লিশ বছরের দুরত্ব থেকে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাওয়া যায়।"(সহীহ বুখারী)

৭) অন্যের সম্পদ অন্যায় ভাবে গ্রাস করা হারাম:

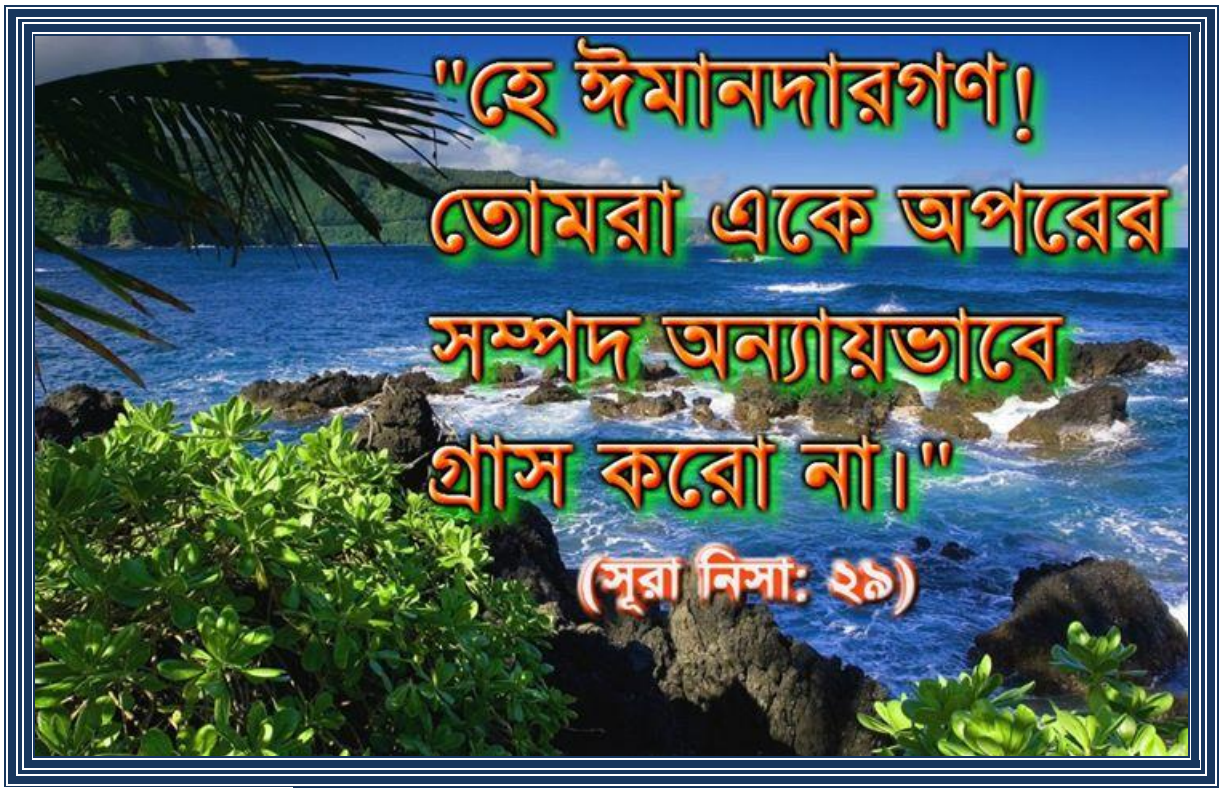

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ। আর তোমরা নিজেদের কাউকে হত্যা করো না।নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতি দয়ালু।" (সূরা নিসা: ২৯)

৮) অন্যায়ভাবে রক্তপাত ও মান-সম্মান নষ্ট করা:

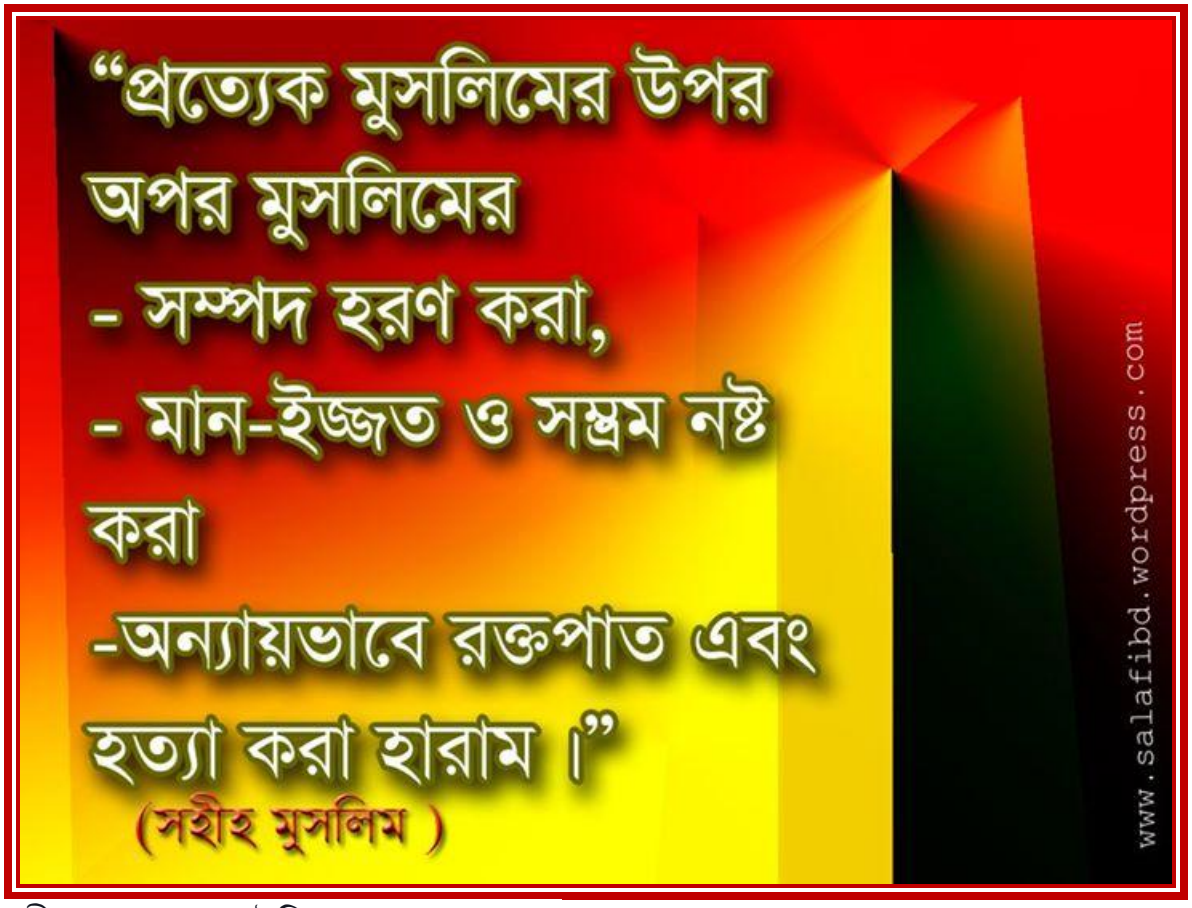

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ

“প্রত্যেক মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের সম্পদ (অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করা), মান ইজ্জত ও সম্ভ্রম (নষ্ট করা) এবং রক্ত (অর্থাৎ মারামারির মাধ্যমে রক্তপাত এবং অন্যায়ভাবে হত্যা করা) হারাম।” (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল বিররি ওয়াসসিলাহ: অনুচ্ছেদ: মুসলমানের প্রতি জুলুম করা, তাকে অপমান করা ও তুচ্ছ মনে করা হারাম, হা/৪৬৫০)।

প্রিয় ভাই ও বোন, আমাদের কারো অজানা নয় যে, বর্তমানে আমাদের সমাজে নুনের চেয়ে খুন সহজ। মারামারি, রক্তপাত, হত্যাকাণ্ড, চুরি- ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজী ঠকিয়ে অর্থ আত্মসাৎ করা ইত্যাদি নিত্য নৈমত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অনুরূপভাবে মানুষের মান- মর্যাদা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, অপবাদ ও মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করা..ইত্যাদি সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছে।

আসুন, আমরা নতুন প্রজন্ম, আমরা পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত হই। সমাজকে পাল্টাতে হবে। ঘুনে ধরা সমাজকে মধুর চরিত্র ও সেবার মাধ্যমে পরিবর্তন করতে হবে। সম্মানিত মানুষকে সম্মান দিতে হবে। অপরের সম্পদের দিকে লোভের দৃষ্টিতে তাকানো যাবে না। ক্ষমা ও ধৈর্যের ভূষণে নিজেদেরকে সুশোভিত করার চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সহায় হোন। আমীন।

৯) ঈমানদারদের কয়েকটি বৈশিষ্ট:

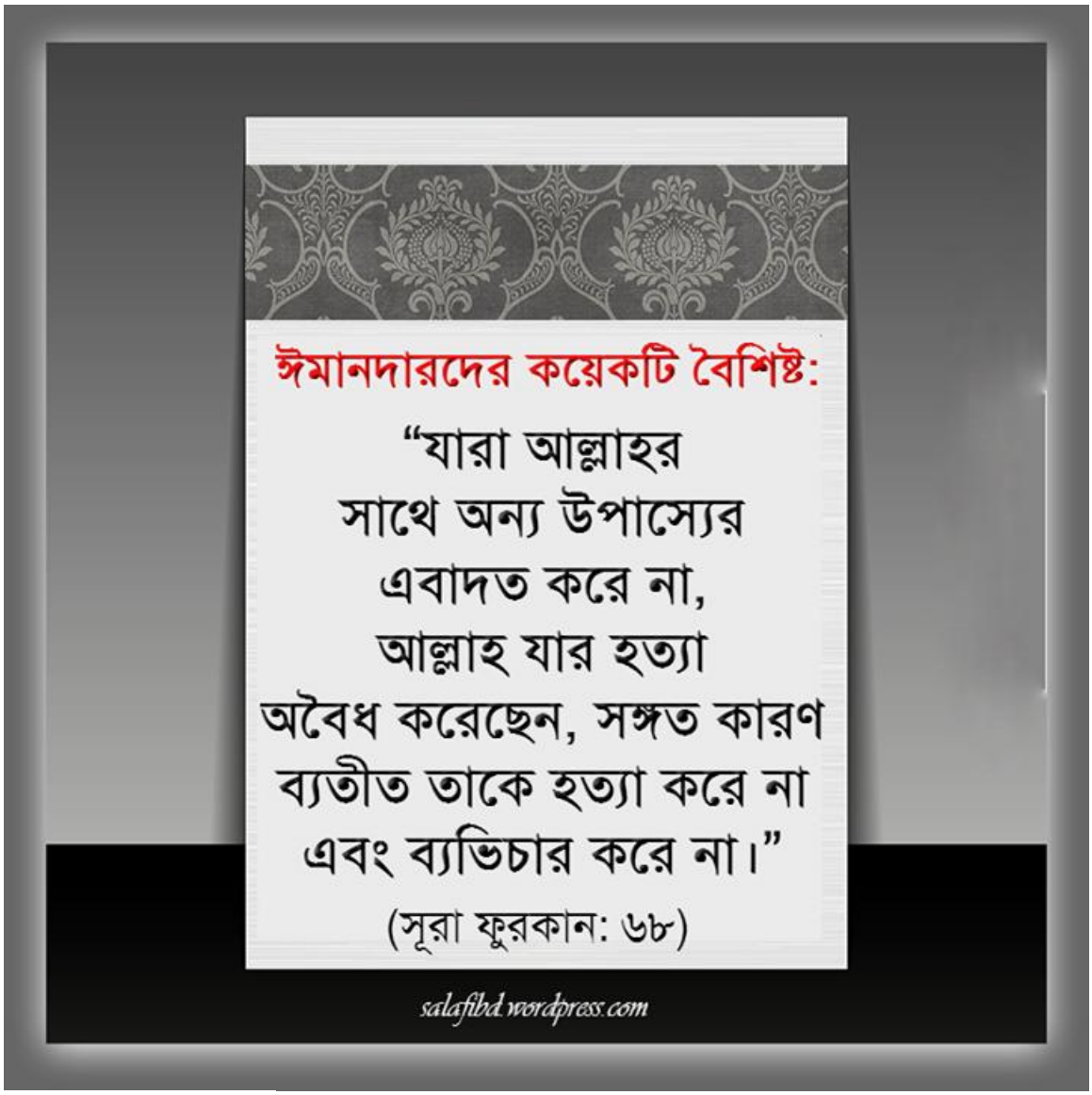

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ

"যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যের এবাদত করে না, আল্লাহ যার হত্যা অবৈধ করেছেন, সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না।" (সূরা ফুরকান: ৬৪)

১০) সাতটি ধ্বংসাত্মক বিষয় থেকেনিজে বাঁচুন, সমাজকে বাঁচানোর চেষ্টা করুন:

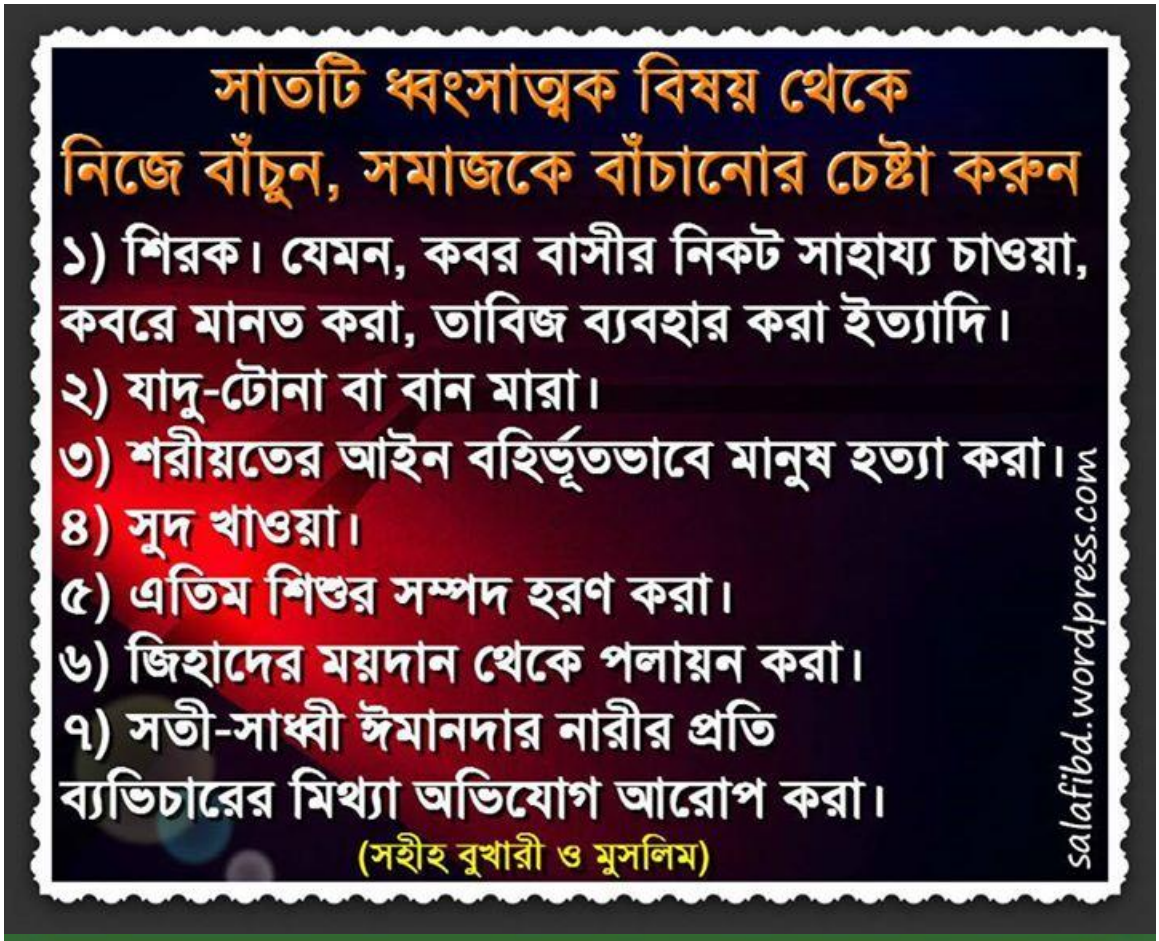
সাতটি ধ্বংসাত্মক বিষয় থেকে
নিজে বাঁচুন, সমাজকে বাঁচানোর চেষ্টা করুন
১) শিরক। যেমন, কবর বাসীর নিকট সাহায্য চাওয়া, কবরে মানত করা, তাবিজ ব্যবহার করা ইত্যাদি।
২) যাদু-টোনা বা বান মারা।
৩) শরীয়তের আইন বহির্ভূতভাবে মানুষ হত্যা করা।
৪) সুদ খাওয়া।
৫) এতিম শিশুর সম্পদ হরণ করা।
৬) জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা।
৭) সতী-সাধ্বী ঈমানদার নারীর প্রতি ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করা।
(সহীহ বুখারী ও মুসলিম)
salafibd.wordpress.com

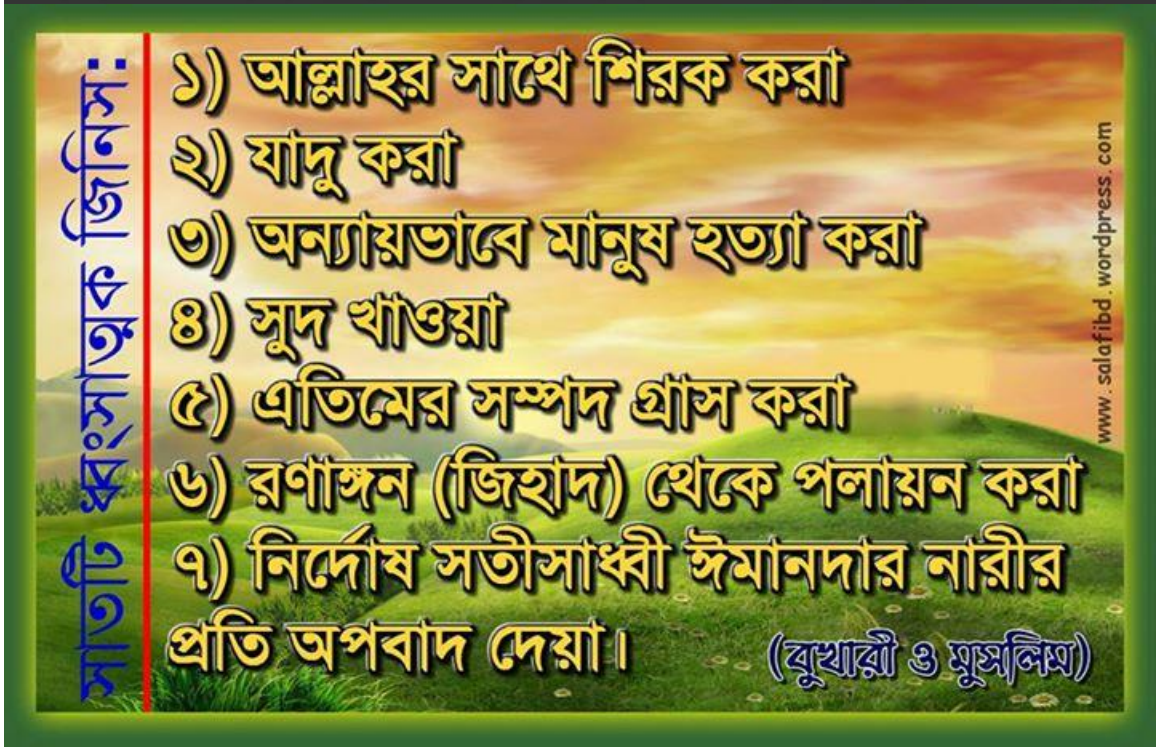
সাতটি ধ্বংসাত্মক জিনিস:
১) আল্লাহর সাথে শিরক করা
২) যাদু করা
৩) অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করা
৪) সুদ খাওয়া
৫) এতিমের সম্পদ গ্রাস করা
৬) রণাঙ্গন (জিহাদ) থেকে পলায়ন করা
৭) নির্দোষ সতীসাধ্বী ঈমানদার নারীর প্রতি অপবাদ দেয়া।
(বুখারী ও মুসলিম)
www.salafibd.wordpress.com

সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী আবুহুরায়রা রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন:

اجتَنبوا السَّبعَ الموبقاتِ . قالوا : يا رسولَ اللهِ : وما هنَّ ؟ قال : الشِّركُ باللهِ ، والسِّحرُ ، وقتلُ النَّفسِ الَّتي حرَّم اللهُ إلَّا بالحقِّ ، وأكلُ الرِّبا ، وأكلُ مالِ اليتيمِ ، والتَّولِّي يومَ الزَّحفِ ، وقذفُ المحصَناتِ المؤمناتِ الغافلاتِ

"তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক জিনিস থেকে বেঁচে থাকো।" সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, উক্ত ধ্বংসাত্মক জিনিসগুলো কি?' তিনি জবাবে বললেন,

১. আল্লাহর সাথে শিরক করা

২. যাদু করা

৩. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা যা আল্লাহ তায়ালা হারাম করে দিয়েছেন

৪. সুদ খাওয়া

৫. এতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করা

৬. যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা

৭. সতী সাধ্বী মুমিন মহিলাকে অপবাদ দেয়া। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৭৬৬, ৫৭৬৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮৯)

১১) ইসলামে জাতি, শ্রেণীভেদ ও বর্ণবৈষম্য নেই:

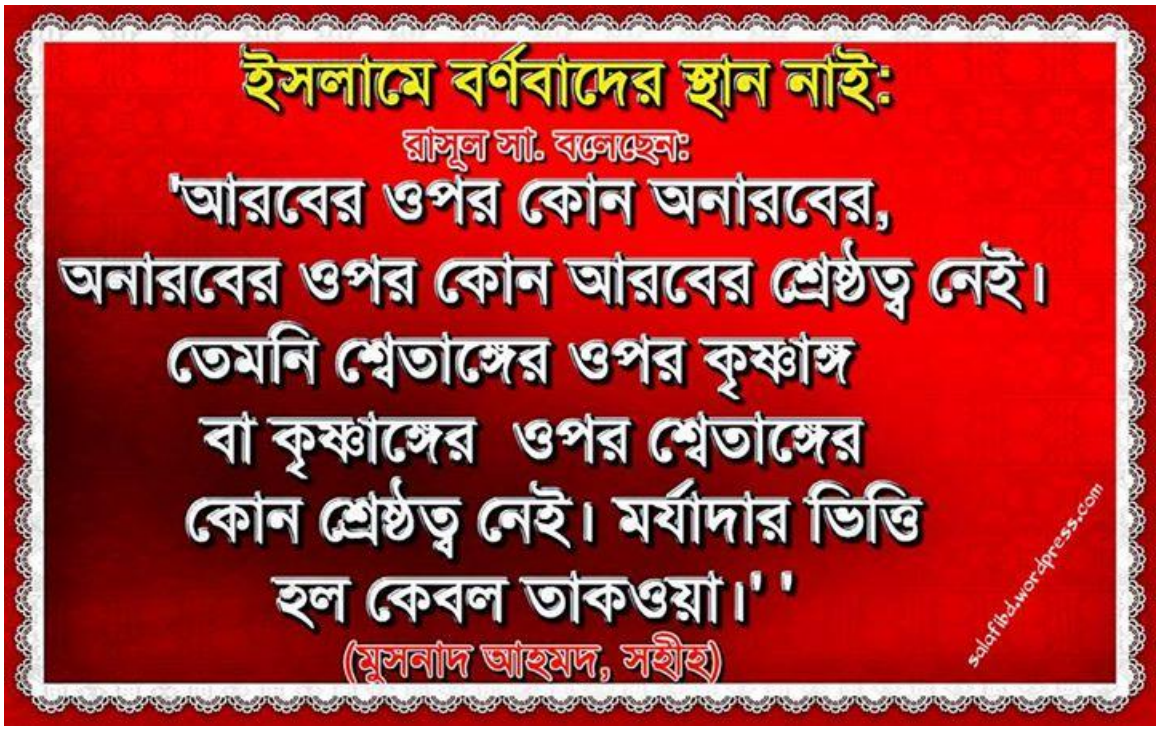

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজের ভাষণে বলেছেন,

لا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ ، أَلا لا فَضْلَ لأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلا بِالتَّقْوَى

“হে লোক সকল! তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে অধিকতর সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী, যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়া অবলম্বন করে, সব বিষয়ে আল্লাহর কথা অধিক খেয়াল রাখে।” (মুসনাদ আহমদ, সনদ সহীহ)

১২) মানব জাতি ধ্বংসের দশ কারণ:

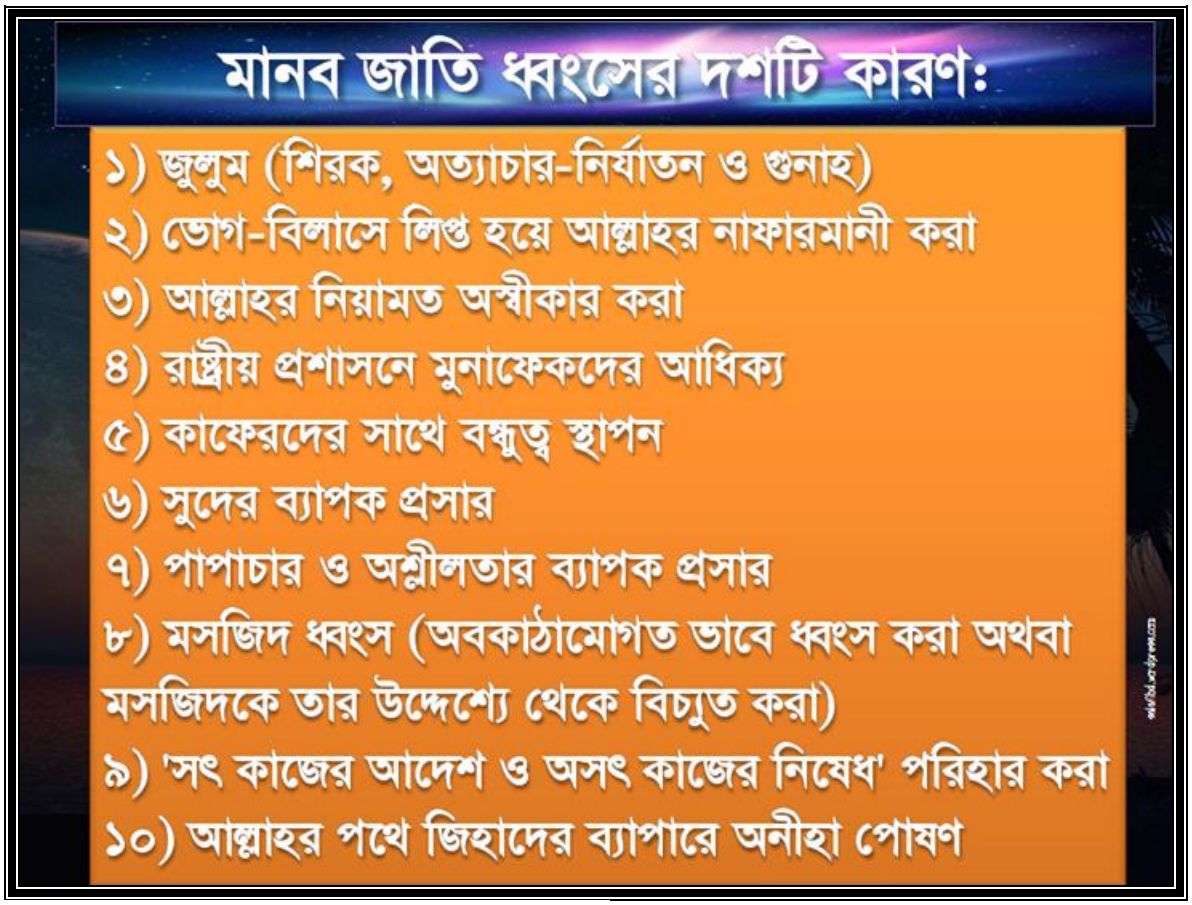

১) জুলুম (শিরক, অত্যাচার-নির্যাতন ও গুনাহ)

২) ভোগ-বিলাসে লিপ্ত হয়ে আল্লাহর নাফারমানী করা

৩) আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকার করা

৪) রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে মুনাফেকদের আধিক্য

৫) কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন

৬) সুদের ব্যাপক প্রসার

৭) পাপাচার ও অশ্লীলতার ব্যাপক প্রসার

৮) মসজিদ ধ্বংস (অবকাঠামগত ভাবে ধ্বংস করা অথবা মসজিদকে তার উদ্দেশ্যে থেকে বিচ্যুত করা)

১৩) জুলুমকারীদের হুশিয়ারী:

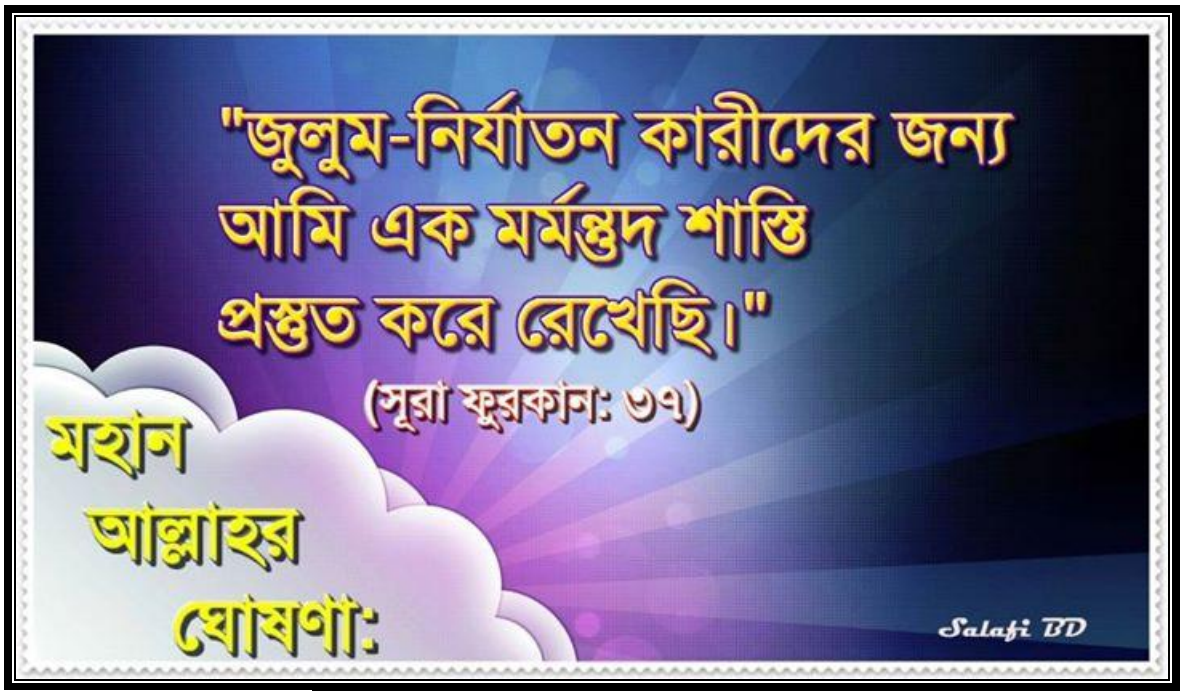

আল্লাহ তায়ালার বলেন,

وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا

“অন্যায়াচারীদের জন্য আমরা এক মর্মন্তুদ শাস্তি তৈরি করে রেখেছি।" (সূরা ফুরকান: ৩৭)

১৪) মুসলিমের জন্য কখনো ন্যায় সঙ্গত আচরণ পরিত্যাগের সুযোগ নাই:

আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কোন সম্প্রদায়ের দুশমনীর কারণে তোমরা কখনও ন্যায় সঙ্গত আচরণ পরিত্যাগ কর না। সুবিচার কর। এটাই আল্লাহ ভীতির অধিক নিকটবর্তী। (সূরা মায়িদাহ: ৮)

১৫) কোন জনপদে যখন জুলুম শুরু হয় তখন তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার উপযুক্ত হয়ে যায়:

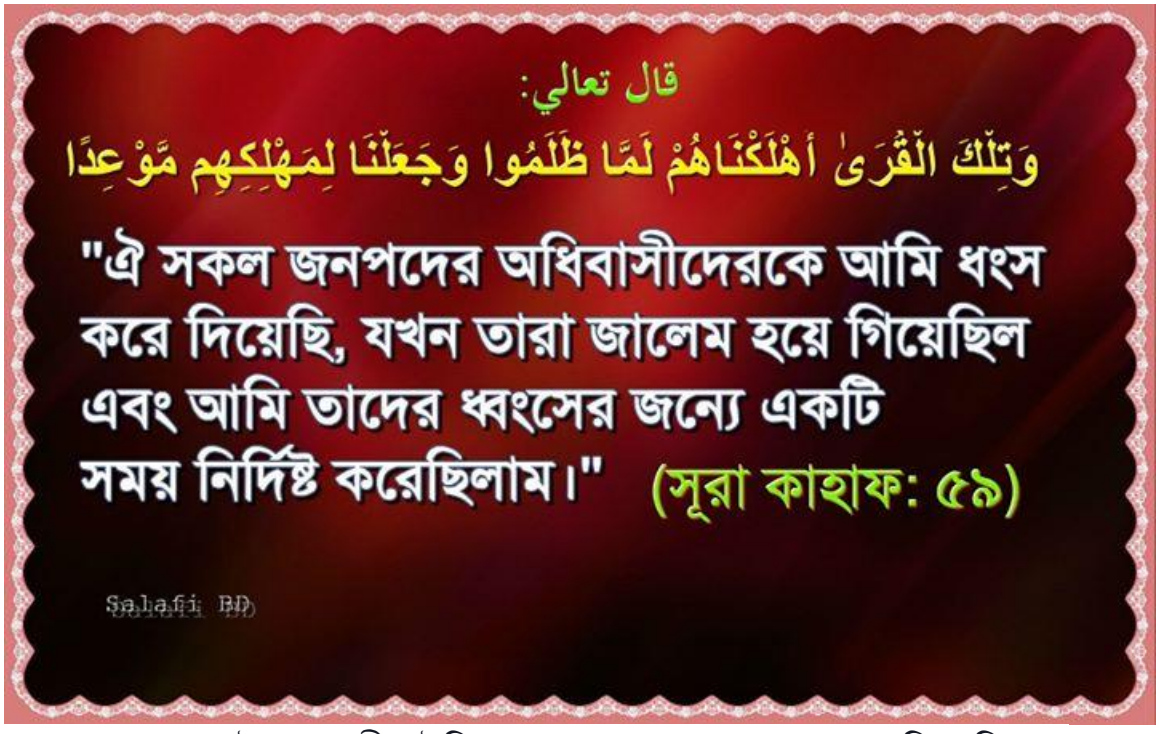

আল্লাহ তায়ালা তাই তো অতীত ইতিহাসের কথা আমাদেরকে স্বরণ করিয়ে দিচ্ছেন এভাবে:

وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدً

“ঐ সকল জনপদের অধিবাসীদেরকে আমি ধংস করে দিয়েছি, যখন তারা জালেম হয়ে গিয়েছিল এবং আমি তাদের ধ্বংসের জন্যে একটি সময় নির্দিষ্ট করেছিলাম।” (সূরা কাহাফ: ৫৯)

১৬) জুলুম- নির্যাতনের পরিণতি:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“তোমরা জুলুম থেকে দূরে থাক। কারণ জুলুম কিয়ামতের দিন ঘোর অন্ধকার হিসেবে উপস্থিত হবে।" (মুসলিম)

১৭) মজলুমের বদ দুয়া থেকে বেঁচে থাকো:

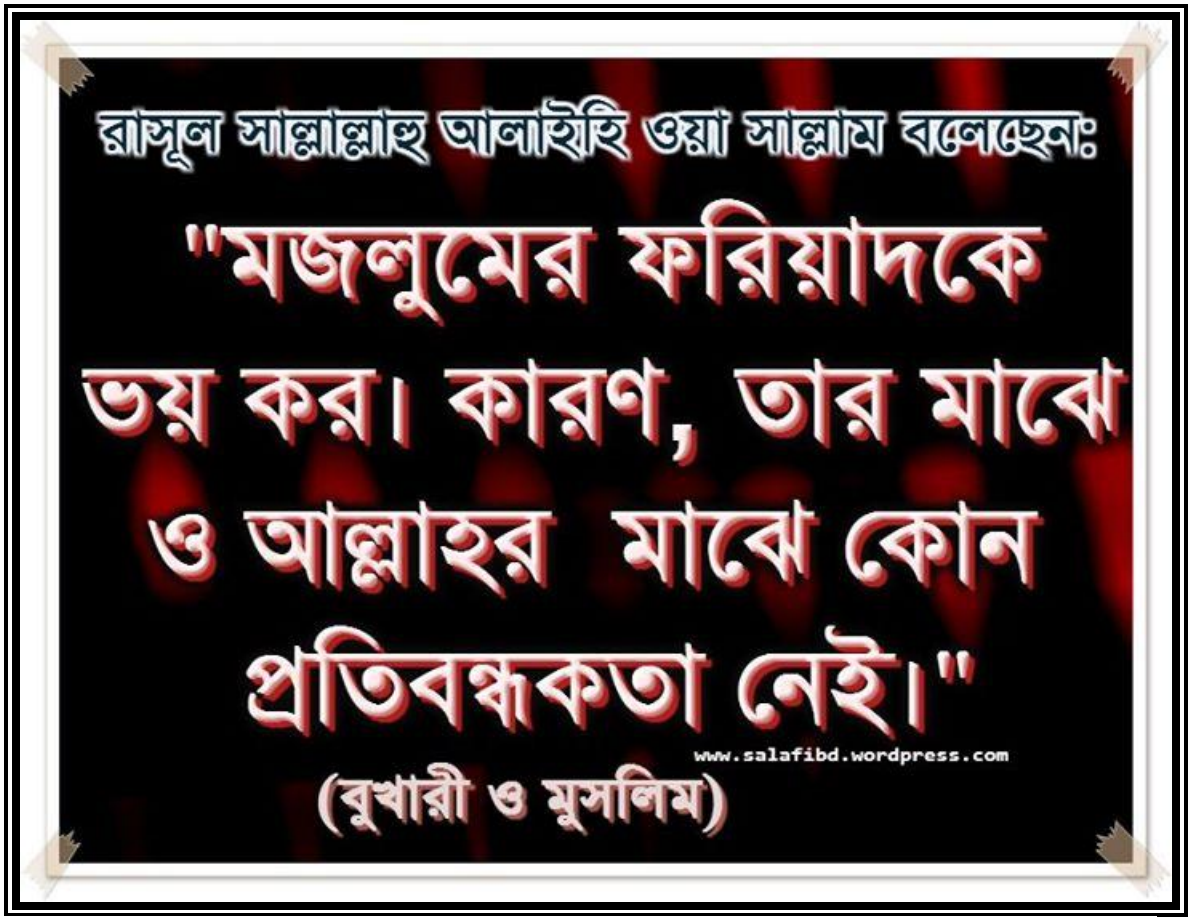

বর্তমানে চতুর্দিকে শুধু মাজলুমের ক্রন্দন ধ্বণী শোনা যাচ্ছে। ক্ষমতাধররা দূর্বলের উপর জুলুম- নির্যাতনের স্টীম রোলার চালাচ্ছে। কিন্তু তাদের ভুলে গেলে চলবে না, এই নির্যাতিত মানুষগুলোর চোখের পানি ও বদ দুয়া তার জন্য ভয়াবহ পরিণতী নিয়ে আসবে। কারণ, মজুলুমের দুয়া আল্লাহ তায়ালা ফেরত দেন না। তাই তো রাসূল সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

"মজলুমের ফরিয়াদকে ভয় কর। কারণ, তার মাঝে ও আল্লাহর মাঝে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই।" (বুখারী ও মুসলিম) অর্থাৎ নির্যাতিত মানুষের করুণ ফরিয়াদ ও বদ দুয়া আল্লাহর দবরারে গৃহীত হওয়ার ক্ষেত্রে কোন বাধা থাকে না।

১৮) এই কান্না, আর্ত চিৎকার আর রক্ত সয়লাবের শেষ কোথায়?

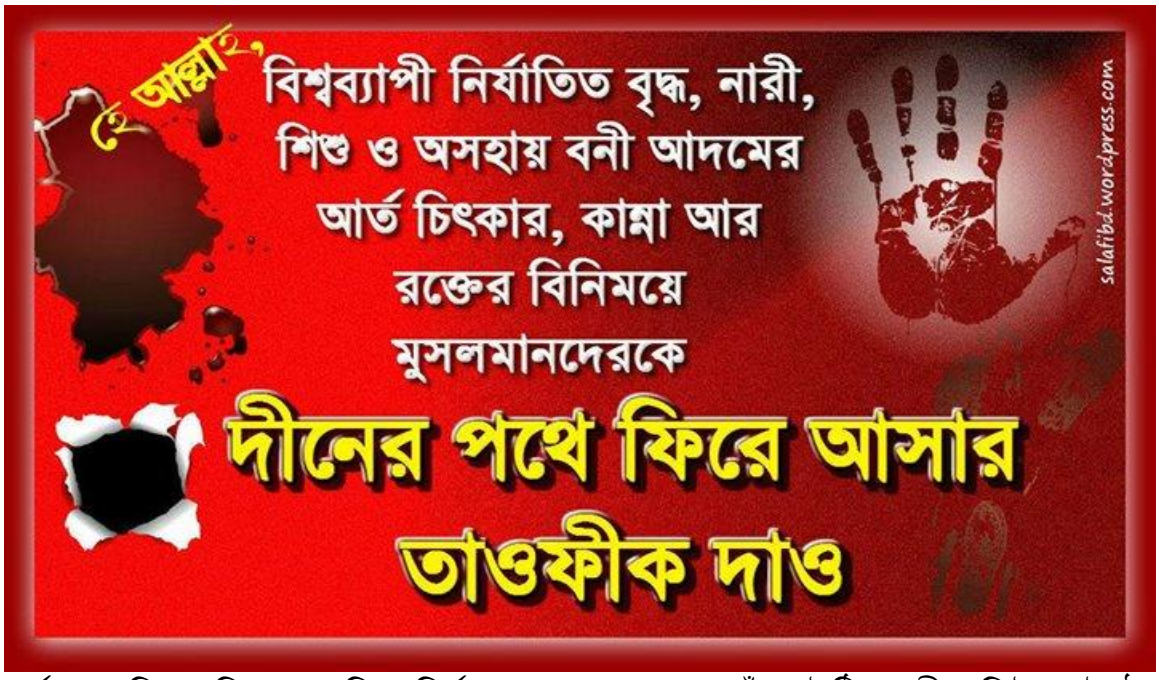

বর্তমানে দিকে দিকে মুসলিম নির্যাতন দেখে ডুকরে কেঁদে উঠি। শরীর শিউরে উঠে। অসহ্য কষ্ট এসে বুকটাকে চৌচির করে দেয়। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, পৃথিবীতে আমাদের এত বিশাল সংখ্যা থাকতে কেন আমরা এভাবে মার খাচ্ছি? কেন নিষ্পেষিত হচ্ছি নির্যাতনের স্টিম রোলারে?

উত্তর একটাই। আর তা হল, মহান আল্লাহর দ্যর্থহীন ঘোষণা:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

"আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।" (সূরা রাদ: ১১)

এবার আপনি নিজের চার দিকে তাকিয়ে দেখুন তো, মুসলমানদের অবস্থা কী?

কতজন মুসলিম নামাজ পড়ছে, কতজন পুরুষ দাড়ি রেখেছে? কতজন মানুষ শিরক-বিদআত সম্পর্কে সচেতন? কতজন মানুষ হালাল- হারাম বেছে জীবন যাপন করছে? কত জন নারী পর্দা করছে? ইসলাম সম্পর্কে স্বচ্ছ জ্ঞান আমাদের কতজনের আছে? কয় জন সঠিকভাবে কুরআন দেখে দেখে পড়তে পারে? (তরজমা আর তাফসীর জানা তো বহু দূরে)?

উত্তর হয়ত খুবই হতাশা জনক তাই না?

তাহলে কিভাবে আমরা আশা করতে পারি, আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করবেন? আল্লাহ আমাদের অবস্থা পরিবর্তন করবেন?

মোটকথা, এ নির্যাতন, লাঞ্ছনা- গঞ্জনা তত দিন শেষ হবে না যত দিন না আমরা সংশোধন হচ্ছি। যত দিন না আমরা ফিরে আসছি দীনের পথে।

তাই মহান আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছি, হে আল্লাহ, বিশ্বব্যাপী নির্যাতিত বৃদ্ধ, নারী, শিশু ও অসহায় বনী আদমের আর্ত চিৎকার, কান্না আর রক্তের বিনিময়ে মুসলমানদেরকে দীনের পথে ফিরে আসার তাওফীক দাও।

১৯) কিয়ামতের দিন সর্ব প্রথম রক্তপাত সম্পর্কে সর্ব প্রথম বিচার-ফায়সালা হবে:

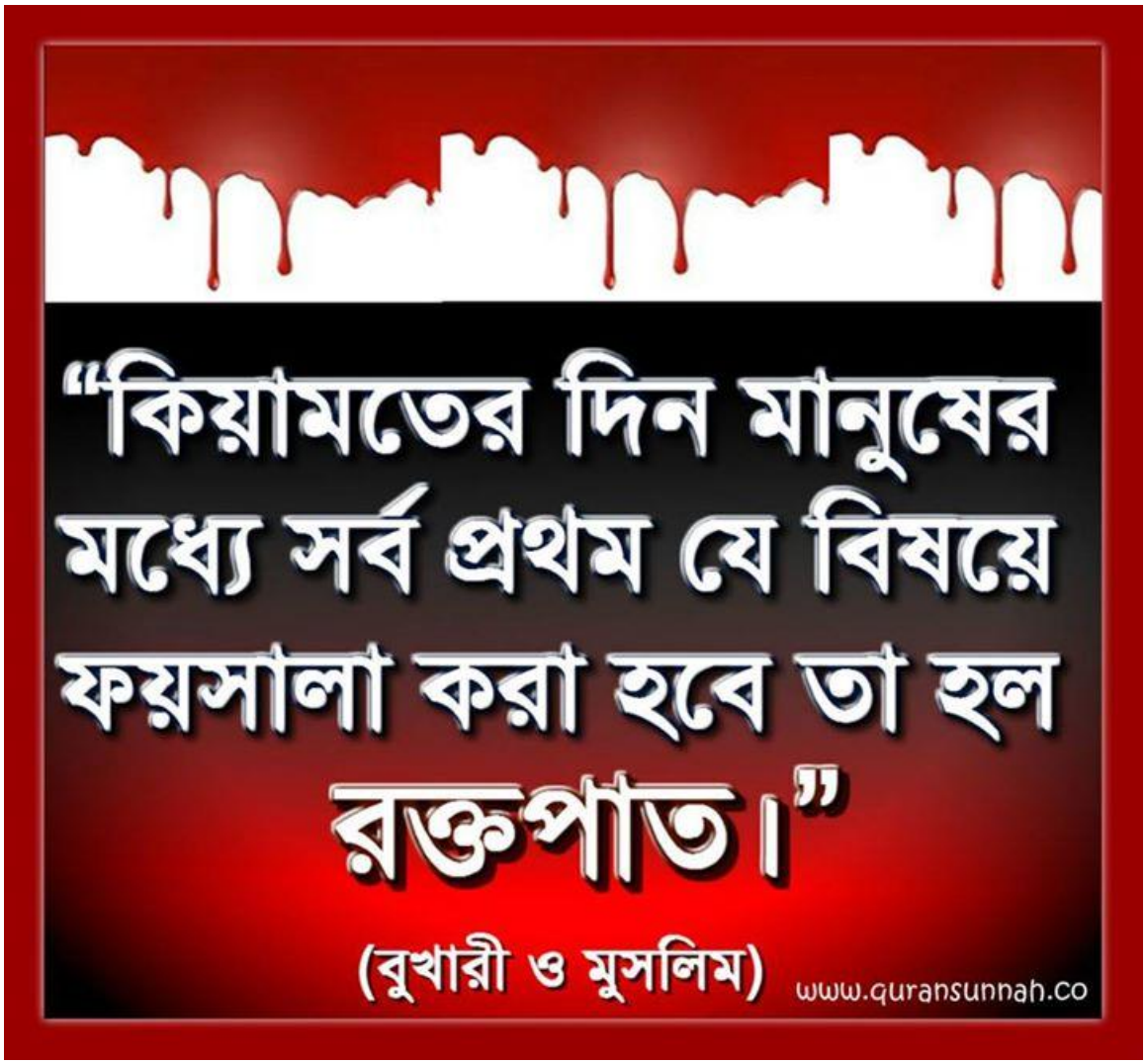

নিরাপরাধ মানুষের রক্ত বইছে যত্রতত্র।

পেট্রোল বোমার আঘাতে পুড়ে রোস্ট হচ্ছে মানুষ।

হরতাল আর অবরোধে ঝরে পড়ছে অগণিত বনী আদমের লাশ।

ক্রস ফায়ারের নামে পুলিশ ও র্যা বের গুলিতে ঝরে পড়ছে কত নিস্পাপ আত্মা।

সীমান্ত রক্ষী বাহিনী সীমান্ত ছেড়ে গণতান্ত্রিক মিছিলে চালাচ্ছে বুলেট।

এভাবে প্রতিদিন খবরের কাগজ আর টিভির স্ক্রীনে ভেষে আসছে কেবল তাজা রাক্তের খবর। এর সমাপ্তি কখন কিভাবে কেউ জানে না। কিন্তু বাংলার মুসলিম কি ভুলে গেছে

রক্তপাত সংক্রান্ত সেই হাদীস? আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা হতে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء

"কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সর্ব প্রথম যে বিষয়ে ফয়সালা করা হবে তা হল রক্তপাত।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

হে আল্লাহ, তুমি এ জাতির মাথায় সুবুদ্ধি দাও। নিরাপরাধ মানুষের জান- মাল হেফাজত করো। আর বাংলার জমিনকে মুক্ত কর ইসলাম বিদ্বেষী ভিনদেশী তাবেদার শক্তির হাত থেকে।

নোট: অন্য হাদীসে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

"কিয়ামতের দিন সর্ব প্রথম মানুষের হিসাব নেয়া হবে সালাত সম্পর্কে।" (সহীহ সুনান নাসাঈ)

উক্ত দুটি হাদীসের মাঝে কোন বৈপরিত্য নেই। কারণ,

- প্রথম হাদীসটিতে বান্দার হক সম্পর্কিত আর ২য় হাদীসটি আল্লাহর হক সম্পর্কিত।

- প্রথম হাদীসটিতে হিসাব- নিকাশের কথা বলা হয়েছে আর ২য় হাদীসটিতে বিচার- ফয়সালার কথা বলা হয়েছে। ফয়সালা বা হুকুম জারি হয় হিসাব- নিকাশের পরে। সুতরাং একটি হাদীস অপরটির সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

১৯) একজন মুসলিম অন্য মুসলিমের রক্ত প্রবাহিত করা তো দূরের কথা তার দিকে অস্ত্র দ্বারা ইঙ্গিত করাও হারাম:

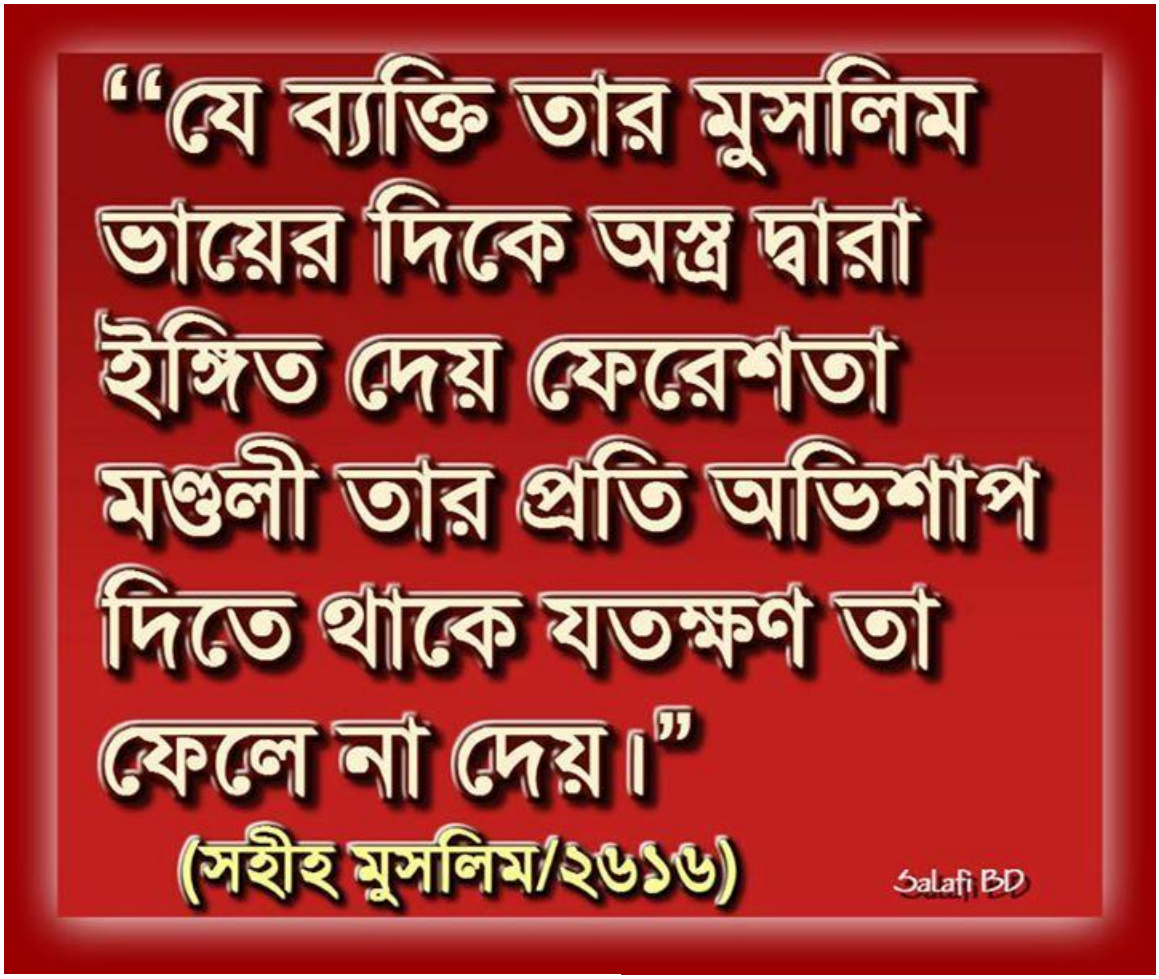

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَلْعَنُهُ، حَتَّى يَدَعَهُ

''যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভায়ের দিকে অস্ত্র দ্বারা ইঙ্গিত দেয় ফেরেশতা মণ্ডলী তার প্রতি অভিশাপ দিতে থাকে যতক্ষণ তা ফেলে না দেয়। '' (সহীহ মুসলিম/২৬১৬ , মাকতাবা শামেলা)

২০) মুসলিমগণ, নিজেদের অবস্থা পুনর্বিবেচনা করবেন কি?

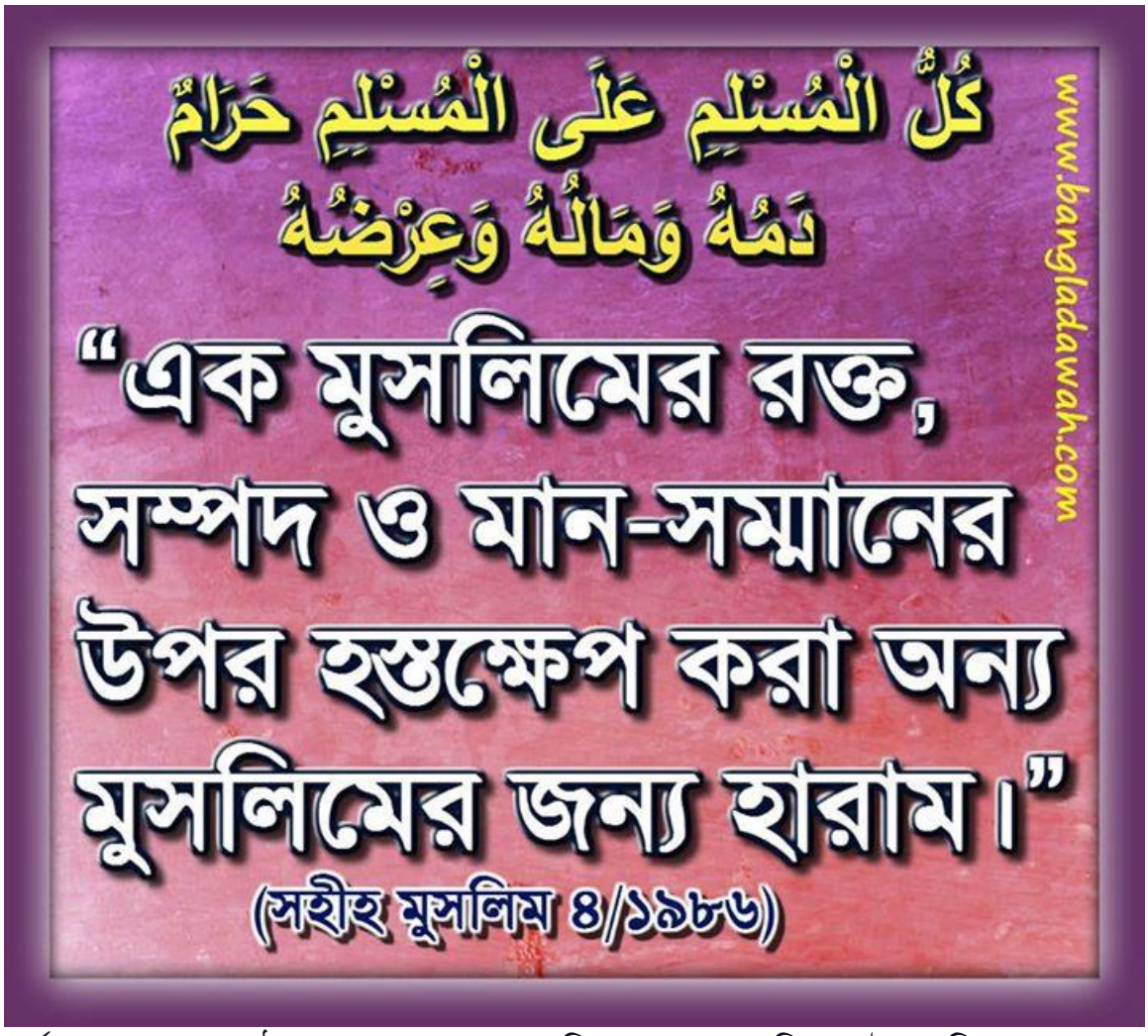

বর্তমানে একেবারে ঠুনকো কারণে এক মুসলিম আরেক মুসলিমের উপর হিংস্র পশুর মত ঝাঁপিয়ে পড়ছে। একে অপরের মান সম্মানকে ধূলিতে মিশিয়ে দিতে কুণ্ঠা বোধ করছে না।

হরতালের নামে, হরতাল প্রতিরোধের নামে, আইন- শৃঙ্খলার রক্ষার নামে, রাজনৈতিক কারণে, হল দখল বা হল নিয়ন্ত্রণের নামে...জায়গা- জমি নিয়ে, টুকিটাকি বিষয়ে রক্তা-রক্তি, অস্ত্রের মহড়া, লুটপাট, সম্পদ নষ্ট করা, ইজ্জত-সম্মান হানী করা আজ আমাদের সমাজের নিত্য নৈমিত্তিক বিষয়ে পরিণত হয়ে গেছে।

আমরা কি খাঁটি ইসলামে ফিরে আসবো না? মুসলিম চরিত্রকে কি আমাদের ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে বিতাড়িত করবো? অথচ আমার- আপনার নবী, সর্ব শ্রেষ্ঠ নবী, মানবতার শ্রেষ্ঠ বন্ধু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ কত সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন,

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ

“এক মুসলিমের রক্ত, সম্পদ ও মান- সম্মানের উপর হস্তক্ষেপ করা অন্য মুসলিমের জন্য হারাম।” (সহীহ মুসলিম ৪/১৯৮৬)

হে দয়াময় প্রভু, আমাদেরকে বুঝ দাও। হেদয়াত দাও। ইসলামের শিক্ষায় আমাদেরকে শিক্ষিত করো। তুমিই সব কিছু করতে পারো। আল্লাহুম্মা আমীন।

২১) রাস্তার কতিপয় হক:

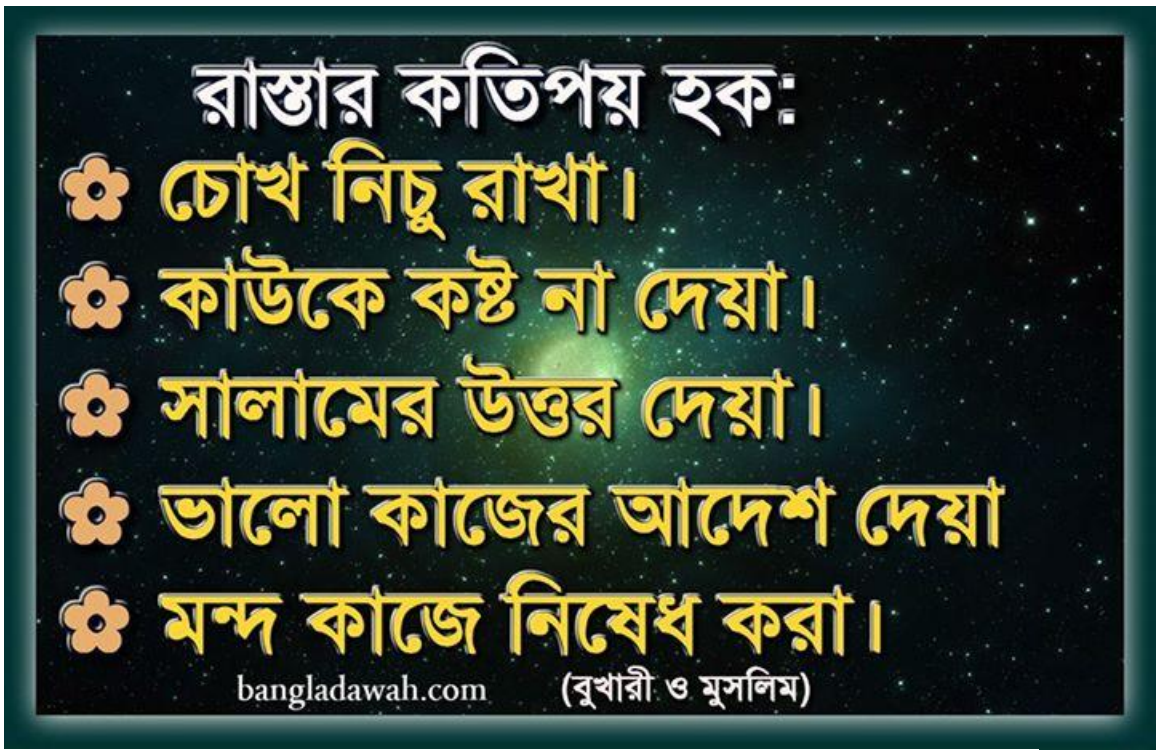

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা রাস্তার হক প্রদান করো। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, রাস্তার হক কী? তিনি বললেন,

غضُّ البصرِ، وكفُّ الأذى, وردُّ السلامِ ، والأمرُ بالمعروفِ ، والنهي عن المنكرِ

- চোখ নিচু রাখা।
- কাউকে কষ্ট না দেয়া।
- সালামের উত্তর দেয়া।
- ভালো কাজের আদেশ দেয়া
- মন্দ কাজে নিষেধ করা।

(বুখারী/৬২২৯ ও মুসলিম/২১২১)

২২) বিনা অপরাধে কোন ঈমানদারকে কষ্ট দেয়া:

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

" যারা বিনা অপরাধে মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে।" (সূরা আহযাব: ৫৮)

২৩) প্রতিশোধের চেয়ে ধৈর্য ধারণ উত্তম:

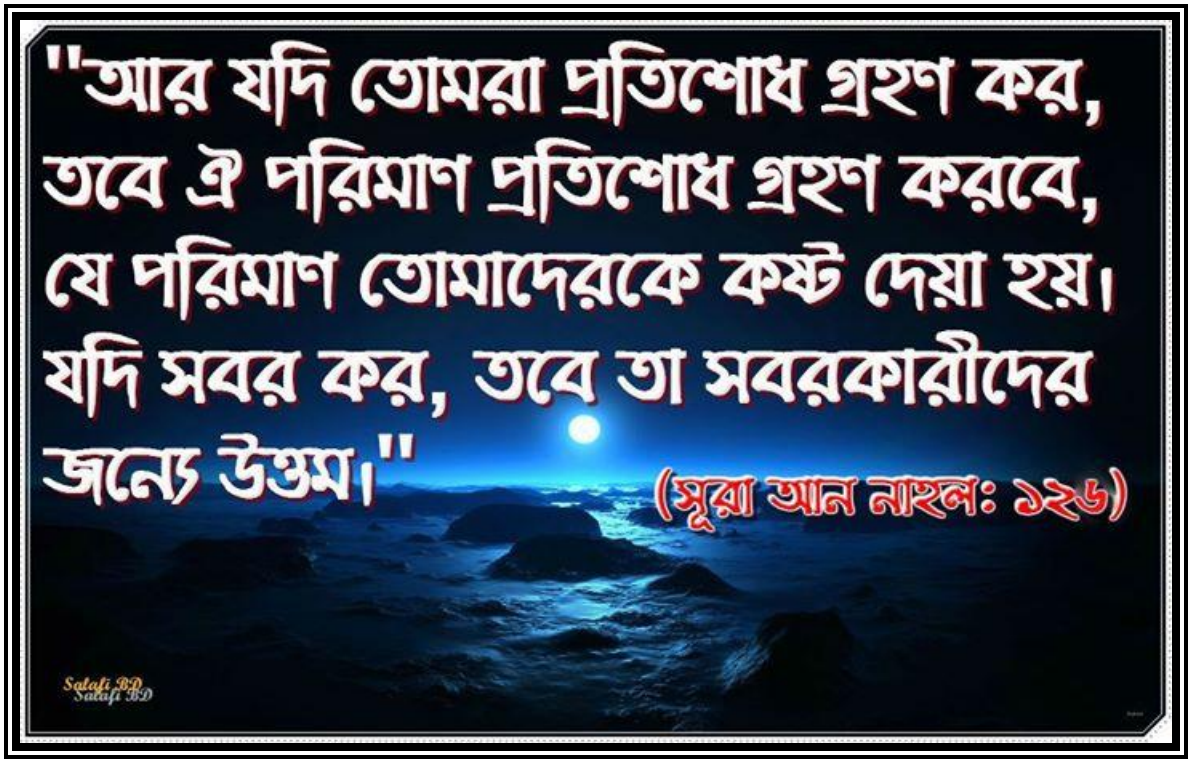

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ

“আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঐ পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, যে পরিমাণ তোমাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়। যদি সবর কর, তবে তা সবরকারীদের জন্যে উত্তম।”(সূরা আন নাহল: ১২৬)

২৪) বর্তমানের চেয়ে পরবর্তী দিনটি খারাপ হবে:

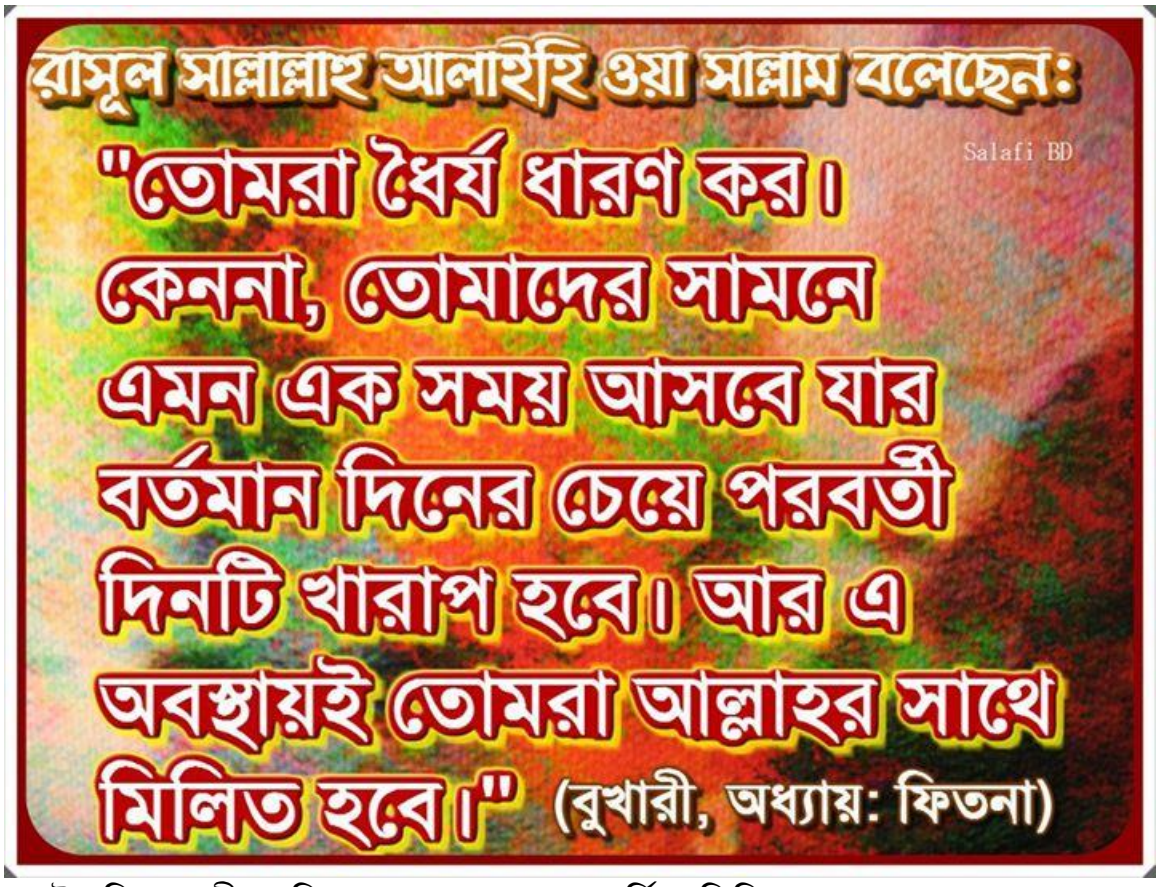

যুবাইর বিন ‘আদী (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَا نَلْقَى مِنْ الْحَجَّاجِ فَقَالَ اصْبِرُوا فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আমরা আনাস বিন মালেক (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর নিকট এসে বাদশা হাজ্জাজ বিন ইউসূফের থেকে আমরা যে কষ্ট পাই সে ব্যাপারে অভিযোগ করলাম। তখন তিনি বললেন: তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। কেননা, তোমাদের সামনে এমন এক সময় আসবে যার বর্তমান দিনের চেয়ে পরবর্তী দিনটি খারাপ হবে, আর এ অবস্থায়ই তোমরা আল্লাহর সাথে মিলিত হবে। আমি এ কথাটি তোমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- এর নিকট থেকে শুনেছি।

[বুখারী: অধ্যায়ধ: ফিতনা, অনুচ্ছেদ: এমন এক সময় আসবে যার বর্তমান দিনের চেয়ে পরবর্তী দিনটি খারাপ হবে, মাকতাবাতুস শামেলাহ্ থেকে হাদীস নং-6541

২৫) সবরের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা:

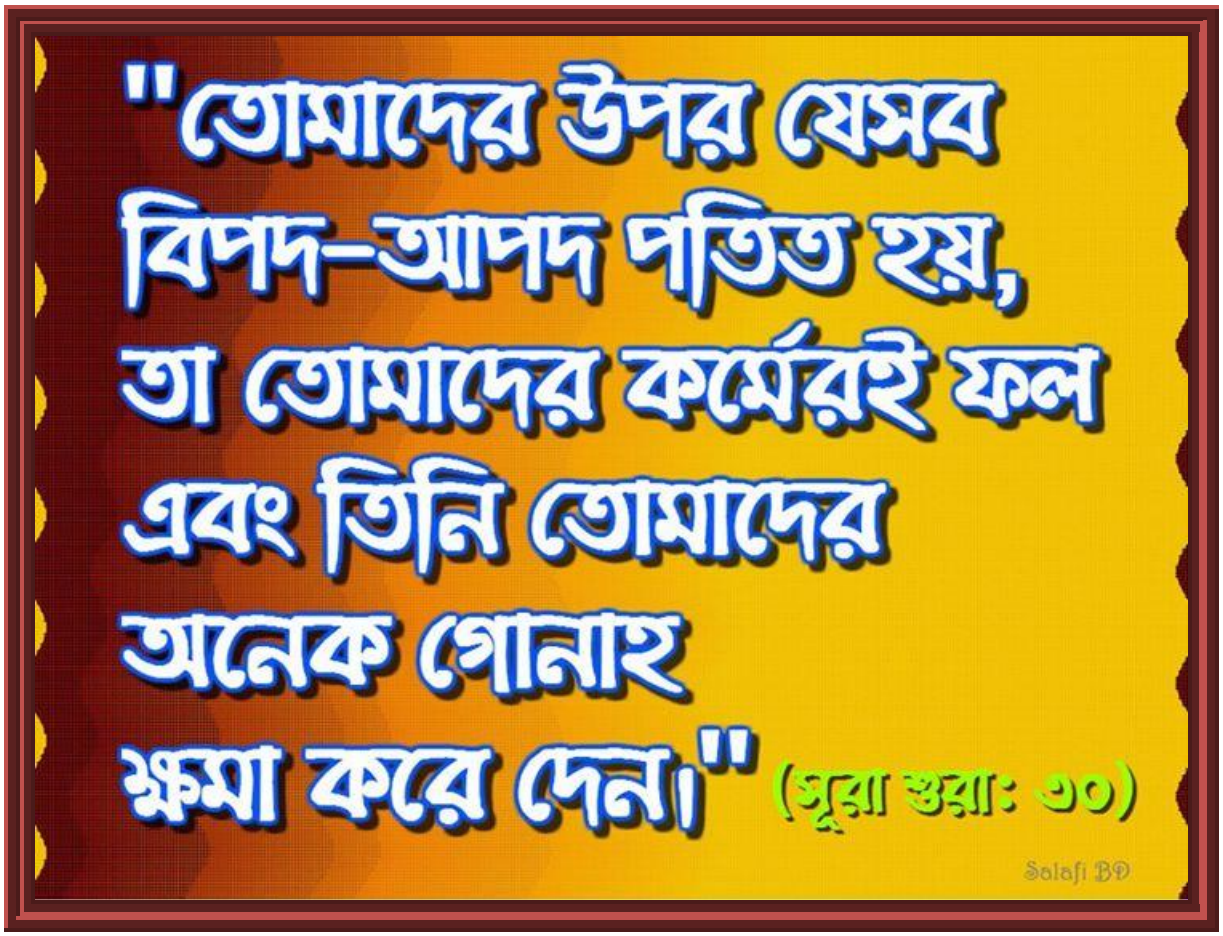

মূল: ড. শাইখ সালিহ ফাউযান আল ফাউযান (হাফিযাহুল্লাহ)

অনুবাদক: আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল

সবর করা আকীদার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। জীবনে বিপদ- মুসিবত নেমে আসলে অস্থিরতা প্রকাশ করা যাবে না বরং ধৈর্য ধারণ করতে হবে। পাশাপাশি আল্লাহর নিকট প্রতিদান পাওয়ার আশা করতে হবে।

ইমাম আহমদ রহঃ বলেন, "আল্লাহ তায়ালা কুরআনে নব্বই স্থানে সবর সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।"

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

“সবর হল জ্যোতি।” (মুসনাদ আহমদ ও মুসলিম)

· উমর রা. বলেন, “সবরকে আমরা আমাদের জীবন- জীবিকার সর্বোত্তম মাধ্যম হিসেবে পেয়েছি।” (বুখারী)

· আলী রা. বলেন, “ঈমানের ক্ষেত্রে সবরের উদাহরণ হল দেহের মধ্যে মাথার মত।” এরপর আওয়াজ উঁচু করে বললেন, " যার ধৈর্য নাই তার ঈমান নাই।”

· আবু সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

مَا أَعْطَى اللَّهُ أَحَدًا مِنْ عَطَاءٍ أَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ

" আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যের চেয়ে উৎকৃষ্ট এবং ব্যাপকতর দান কাউকে দেন নি।” (সুনান (আবু দাঊদ, অনুচ্ছেদ: নিষ্কলুষ থাকা। সহীহ)

সবরের প্রকারভেদ:

সবর তিন প্রকার। যথা:

· ১) আল্লাহর আদেশের উপর সবর করা।

· ২) আল্লাহর নিষেধের উপর সবর করা।

· ৩) বিপদাপদে সবর করা।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ

“আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোন বিপদ আসে না। আর যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে তিনি তাঁর অন্তরকে সঠিক পথের সন্ধান দেন।” (সূরা তাগাবুনঃ ১)

আলকামা বলেন, “আল্লাহ তায়ালা ‘যার অন্তরকে সঠিক পথের সন্ধান দেন’ সে হল ঐ ব্যক্তি যে বিপদে পড়লে বিশ্বাস করে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। ফলে বিপদে পড়েও সে খুশি থাকে এবং সহজভাবে তাকে গ্রহণ করে।”

অন্য মুফাসসিরগণ উক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, “যে ব্যক্তি বিপদে পড়লে বিশ্বাস রাখে যে এটা আল্লাহর ফায়সালা মোতাবেক এসেছে। ফলে সে সবর করার

পাশাপাশি পরকালে এর প্রতিদান পাওয়ার আশা রাখে এবং আল্লাহর ফয়সালার নিকট আত্মসমর্পণ করে আল্লাহ তায়ালা তার অন্তরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন, আর দুনিয়ার যে ক্ষয়- ক্ষতি হয়েছে তার বিনিময়ে তিনি তার অন্তরে হেদায়াত এবং সত্যিকার মজবুত একীন দান করেন। যা নিয়েছেন তার বিনিময় দান করবেন।"

সাঈদ বিন জুবাইর রা. বলেন, "যে ব্যক্তি ঈমান আনে আল্লাহ তার অন্তরকে হেদায়াত দেন।" এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অর্থাৎ সে কোন ক্ষয়- ক্ষতি ও বিপদের সম্মুখীন হলে বলে 'ইন্নাল্লিাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন' অর্থাৎ আমরা আল্লাহর জন্যই আর তাঁর নিকটই ফিরে যাব। (সূরা বাকারাঃ ১৫৬)

উক্ত আয়াতে প্রমাণিত হয় যে, আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। আরও প্রমাণিত হয় যে, ধৈর্য ধরলে অন্তরের হেদায়াত অর্জিত হয়।

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধৈর্যের প্রয়োজন:

· প্রতিটি পদক্ষেপে মুমিনের ধৈর্যের প্রয়োজন। আল্লাহর নির্দেশের সামনে ধৈর্যের প্রয়োজন। আল্লাহর পথে দাওয়াতের ক্ষেত্রে ধৈর্যের প্রয়োজন। কারণ, এ পথে নামলে নানা ধরণের কষ্ট ও বিপদের মুখোমুখি হতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ... وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ

"তোমার প্রভুর পথে আহবান কর হেকমত এবং ভাল কথার মাধ্যমে। আর সর্বোত্তম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক কর। তোমার প্রভু তো সব চেয়ে বেশি জানেন, কে তাঁর পথ থেকে বিপথে গেছে আর তিনিই সব চেয়ে বেশি জানেন কারা সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন।...আর ধৈর্য ধর। ধৈর্য ধর কেবল আল্লাহর উপর।" (সূরা নাহল: ১২৫- ১২৭)

· সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করতে গেলেও চরম ধৈর্যের পরিচয় দেয়া প্রয়োজন। কারণ, এ পথে মানুষের পক্ষ থেকে নান ধরণের যাতনার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা লোকমান সম্পর্কে বলেন, (তিনি তার সন্তানকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন):

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

" হে বৎস, নামায প্রতিষ্ঠা কর, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ কর। আর যে বিপদ আসে তাতে ধৈর্য ধারণ কর। বিপদে ধৈর্য ধরণ করা তো বিশাল সংকল্পের ব্যাপার।" (সূরা লোকমান: ১৭)

· মুমিনের ধৈর্যের প্রয়োজন জীবনের নানান বিপদ- মুসিবত, কষ্ট ও জটিলতার সামনে। সে বিশ্বাস করে যত সংকটই আসুক না কেন সব আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে। ফলে সে তা হালকা ভাবে মেনে নেয়। বিপদে পড়েও খুশি থাকে। এ ক্ষেত্রে ক্ষোভ, হতাশা ও অস্থিরতা প্রকাশ করে না। নিজের ভাষা ও আচরণকে সংযত রাখে। কারণ, সে আল্লাহর প্রতি গভীরভাবে বিশ্বাসী। সে তকদীরকে বিশ্বাস করে। তকদীরকে বিশ্বাস করা ঈমানের ছয়টি রোকনের একটি।

তাকীরের উপর ঈমান রাখলে তার অনেক সুফল পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটি হল, বিপদে ধৈর্য ধারণ। সুতরাং কোন ব্যক্তি বিপদে সবর না করলে তার অর্থ হল, তার কাছে ঈমানের এই গুরুত্বপূর্ণ খুঁটিটি অনুপস্থিত। অথবা থাকলেও তা খুব নড়বড়ে। ফলে সে বিপদ মূহুর্তে রাগে- ক্ষোভে ধৈর্যহীন হয়ে পড়ে। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খবর দিয়েছেন যে, এটা এমন এক কুফুরী মূলক কাজ যা আকীদার মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করে।

বিপদ- আপদের মাধ্যমে বান্দার গুনাহ মোচন হয়:

আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদেরকে বিভিন্ন বালা- মুসিবত দেন এক মহান উদ্দেশ্যে। তা হল এসবের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা বান্দার গুনাহ মোচন করে থাকেন। যেমন আনাস রা. বর্ণিত হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"আল্লাহ যখন কোন বান্দার কল্যাণ চান তখন দুনিয়াতেই তাকে শাস্তি দেন। কিন্তু বান্দার অকল্যাণ চাইলে তিনি তার গুনাহের শাস্তি থেকে বিরত রেখে কিয়ামতের দিন তার যথার্থ প্রাপ্য দেন।

ইবনে তাইমিয়া রহঃ বলেন, বিপদ- মুসিবত হল নেয়ামত। কারণ এতে গুনাহ মাফ হয়। বিপদে ধৈর্য ধারণ করলে তার প্রতিদান পাওয়া যায়। বিপদে পড়লে আল্লাহর কাছে আরও

বেশি রোনাজারি করতে হয়। তার নিকট আরও বেশি ধর্ণা দিতে হয়। আল্লাহর নিকট নিজের অভাব ও অসাহয়ত্তের কথা তুলে ধরার প্রয়োজন হয়। সৃষ্টিজীব থেকে বিমুখ হয়ে এক আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে হয়...। বিপদের মধ্যে এ রকম অনেক বড় বড় কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

বিপদে পড়লে যদি গুনাহ মোচন হয়, পাপরাশী ঝরে যায় তবে এটা তো বিশাল এক নেয়ামত। সাধারণভাবে বালা- মসিবত আল্লাহর রহমত ও নেয়ামত লাভের মাধ্যম। তবে কোন ব্যক্তি যদি এ বিপদের কারণে এর থেকে আগের থেকে আরও বড় গুনাহের কাজে জড়িয়ে পড়ে তবে তা দ্বীনের ক্ষেত্রে তার জন্য বিশাল ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কারণ, কিছু মানুষ আছে যারা দারিদ্রতায় পড়লে বা অসুস্থ হলে তাদের মধ্যে মুনাফেকি, ধৈর্য হীনতা, মনোরোগ, স্পষ্ট কুফুরী ইত্যাদি নানান সমস্যা সৃষ্টি হয়। এমনকি অনেকে কিছু ফরয কাজ ছেড়ে দেয়। অনেকে বিভিন্ন হারাম কাজে লিপ্ত হয়। ফলে দ্বীনের ক্ষেত্রে তার বড় ক্ষতি হয়ে যায়। সুতরাং এ রকম ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিপদ না হওয়াই কল্যাণকর। মুসীবতের কারণে নয় বরং মুসীবতে পড়ে তার মধ্যে যে সমস্যা সৃষ্টি তার কারণে বিপদ না আসাই তার জন্য কল্যাণকর।

পক্ষান্তরে বিপদ- মুসীবত যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে ধৈর্য ও আনুগত্য সৃষ্টি করে তবে এই মুসীবত তার জন্য দ্বীনের ক্ষেত্রে বিশাল নেয়ামতে পরিণত হয়....।"

বিপদ- আপদ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বান্দার ধৈর্যের পরীক্ষা নেন:

বিপদ দিয়ে আল্লাহ পরীক্ষা করেন কে ধৈর্যের পরিচয় দেয় এবং আল্লাহর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকে পক্ষান্তরে কে ধৈর্য হীনতার পরিচয় দেয় ও আল্লাহর সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশ করে। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ

"বিপদ যত কঠিন হয় পুরস্কারও তত বড় হয়। আল্লাহ কোন জাতিকে ভালবাসলে তাদেরকে পরীক্ষা করেন। সুতরাং যে তাতে সন্তুষ্ট থাকে আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান আর যে তাতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান।"

অত্র হাদীসে আমাদের জন্য অনেক শিক্ষণীয় দিক রয়েছে। যেমন:

- ১) বান্দা যেমন আমল করবে তেমনই প্রতিদান পাবে। "যেমন কর্ম তেমন ফল।"

· ২) এখানে আল্লাহর একটি গুনের পরিচয় পাওয়া যায়। তা হল ‘সন্তুষ্ট হওয়া’ । আল্লাহ তায়ালার অন্যান্য গুনের মতই এটি একটি গুন। অন্য সব গুনের মতই এটিও আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য হবে যেমনটি তার জন্য উপযুক্ত হয়।

· ৩) অত্র হাদীসে জানা গেল যে, আল্লাহ তায়ালা এক বিশাল উদ্দেশ্যে বান্দা উপর বিপদ- মসিবত দিয়ে থাকেন। তা হল তিনি এর মাধ্যমে তার প্রিয়পাত্রদেরকে পরীক্ষা করেন।

· ৪) এখানে তকদীরের প্রমাণ পাওয়া যায়।

· ৫) মানব জীবনে যত বিপদাপদই আসুক না কেন সব আসে আল্লাহর তকদীর তথা পূর্ব নির্ধারিত ফয়সালা অনুযায়ী।

· ৬) এখান থেকে শিক্ষা পাওয়া যায় যে, বিপদ নেমে আসলে ধৈর্যের সাথে তা মোকাবেলা করতে হবে। পাশাপাশি প্রতিটি মূহুর্তে প্রতিটি বিপদের মুখে আল্লাহর নিকটই ধর্না দিতে হবে এবং তার উপরই ভরসা রেখে পথ চলতে হবে।

ধৈর্যের পরিণতি প্রশংসনীয়:

জীবনের সকল কষ্ট ও বিপদাপদে আল্লাহ তায়ালা নামায ও সবরের মাধ্যমে তাঁর নিকট সাহায্য চাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ, এতেই মানুষের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। ধৈর্যের পরিণতি প্রশংসনীয়। আল্লাহ তায়ালা খবর দিয়েছেন যে, তিনি ধৈর্যশীলদের সাথেই থাকেন। অর্থাৎ তাদেরকে তিনি তাদের সাহায্য করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা নামায ও সবরের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য অনুসন্ধান কর। নিশ্চয় আল্লাহ সবরকারীদের সাথে থাকেন।” (সূরা বাকরা: ১৫৩)

এখান থেকে ধৈর্য ধারণ করার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায়। মুমিন ব্যক্তির জন্য জীবনের প্রতিটি পদে পদে ধৈর্যের পরিচয় দেয়া দরকার। এই সবরের মাধ্যমে আকীদা ও বিশ্বাস দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে ধৈর্য ধারণ করার তাওফীক দান করুন

২৬) রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন:

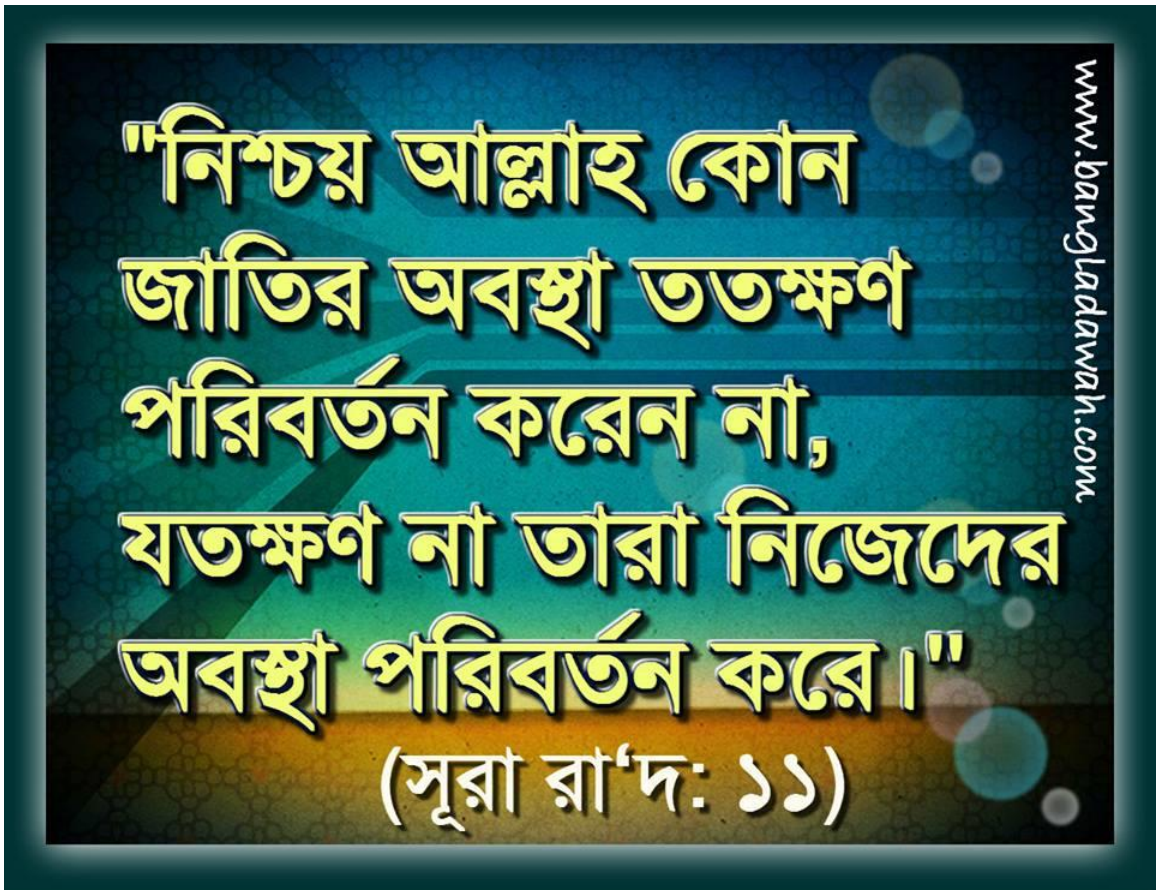

রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন চাইলেআসুন, আগে নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করি:

আমরা চাই পরিবর্তন। চাই উন্নতি। সামনে এগিয়ে যেতে চাই। শান্তি ও নিরাপদ রাষ্ট্র চাই। কল্যাণমুখী সরকার চাই। কিন্তু নিজেরা যদি নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন না করি তবে তা হবে আকাশ- কুসুম কল্পনার নামান্তর।

সুতরাং উন্নতি চাইলে, পরিবর্তন চাইলে আগে আমাদের মন মানষিকতা উন্নত করতে হবে। নিজেদের চারিত্রিক উন্নতি সাধন করতে হবে। ইবাদত- বন্দেগী ও আল্লাহর সাথে সম্পর্ককে উন্নত করতে হবে।

শান্তি ও নিরাপদ সমাজ চাইলে একমাত্র ইসলমাই দিতে পারে এমন শান্তিময় একটি পরিবেশ। তাই ইসলমাকে আমাদের চালিকা শক্তি হিসেব গ্রহণ করতে হবে। সবার আগে ব্যক্তি জীবনে। তারপর ক্রমান্বয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে।

বর্তমানে দেখা যায়, অনেক মানুষ ইসলামের সোনালী দিনের স্বপ্নে বিভোর। কিন্তু একটু তাকালে দেখা যাবে, তিনি ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ভাবে ইসলামে অ আ ক খ মানতে নারাজ। ইসলামের ছোট ছোট বিষয়গুলো তার কাছে অবহেলার পাত্র। অথচ দেশ, সরকার, শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি বড় বড় বিষয়ের জন্য তার দৌড়- ঝাপের শেষ নাই।

এ ধরণের দ্বিমুখী নীতির মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

সুতরা পরিবর্তনের শ্লোগান দেয়ার আগে নিজের অবস্থা পরিবর্তন করি। তাহলেই আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে দিবেন স্বপ্নের প্রতিক্ষিত সেই সোনালী সমাজ।

আল্লাহই তাওফীক দাতা।